কণ্ঠহার

শ্রীদাশরথি মুখোপাধ্যায়

কণ্ঠহার

(সামাজিক নাটক)

শ্রীদাশরথি মুখোপাধ্যায়

প্রণীত

সপ্তম সংস্করণ

স্কুলড কলিকাতা লাইব্রেরী

১০৪, আপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা—৬

১৩৫৬, ভাদ্র

মূল্য—দুই টাকা

নাটকীয় চরিত্রাবলী

পুরুষগণ

রতন পোদ্দার	....	কুসীদ-জীবী
গৌরীকান্ত	....	কালী গ্রামের জমিদার পুত্র
মুরারি	....	ঐ অনুগত যুবক
নবীনকৃষ্ণ	....	রাণীগঞ্জের ধনী সওদাগর
মুকুন্দ	....	ঐ কর্ম্মচারী
নরেন্দ্র	....	'প্রেমারা'র হৃত-সর্ব্বস্ব যুবক
শ্যামল	...	ঐ পুত্র
মধু	..	ঐ শ্বশুরালয়ের ভৃত্য
বিনয়	....	পুলিশের গোয়েন্দা
নগেন	..	ঐ ইন্‌স্পেক্টার
হরেকৃষ্ণ	....	'প্রেমারা'র আড্ডধারী
রণলাল	....	ভদ্রবেশী তস্কর
নরহরি	....	ঐ সহচর (দালাল)
দুখীরাম	....	ঐ ঐ (স্বর্ণকার)
তুলসী	....	রণলালের ভৃত্য
চুণীলাল	....	ডাক্তার
লছমন	....	'প্রেমারা'র আড্ডার গুণ্ডা

পাহারাওয়ালাগণ, দাড়ী-মাঝিগণ, পান-চুরুটওয়ালা, জলখাবারওয়ালা, টিকিট-কলেক্টার, রেলযাত্রিগণ, ষ্টেশন-মাষ্টার, রেল-পুলিশের ইন্‌স্পেক্টার, বেলিফ, পিয়াদাদ্বয়, ব্রাহ্মণগণ, বালকগণ, ভিক্ষুক, ষ্টেশন-কুলী, মুটে ইত্যাদি।

স্ত্রীগণ

সরোজ	....	নরেন্দ্রের স্ত্রী
মোহিনী	....	রণলালের বন্দিনী
রঙ্গিলা	....	হরেকৃষ্ণের রক্ষিতা
রামী	....	রণলালের নিযুক্তা বৃদ্ধা

স্ত্রী-যাত্রী, জনৈক বিধবা, কুলীরমণীগণ, হিন্দুস্থানী-রমণীগণ।

কণ্ঠহার

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

গৌরীকান্তের বহির্বাটীর কক্ষ

গৌরীকান্ত, নরেন্দ্র ও রতন

গৌরী। বুঝ্‌তে তো পারছ রতন—বেচারা নিরুপায়! আপাততঃ ৫০০৲ টাকা দিচ্চে, আর কিছু সময় দাও। ভদ্রসন্তানটা ভিটে-ছাড়া হয়!

রতন। ও সমট-টময় বুঝি না মশায়—আমরা ব্যবসাদার। বাড়ী বন্ধক রেখে টাকা নিলেন—আদায় হ'ল না, ডিক্রী ক'রে বাড়ী নিলেমে কিনে নিলুম। পরশু দখল নেবার দিন! এখন পাঁচশো টাকা নিয়ে কি পীরের সিন্নি দেবো?

গৌরী। সবই তোমার দয়ার উপর নির্ভর করে! লোকটা নাতোয়ান হয়ে পড়েছে!

রতন। সময় থাকতে এ সব ওঁর বিবেচনা করা উচিত ছিল!

গৌরী। বিবেচনার ত্রুটী কি বল! মফঃস্বলের জমিজমা যা কিছু ছিল, বেচে দেনা শোধবার জন্যে টাকা আন্‌লে, এমনি গেরো—সিঁধেল চোর ঢুকে সে টাকাকড়ি সমস্তই নিয়ে গেল! যা'ই বল নরেন, আমার কিন্তু মেধো বেটাকেই সন্দেহ হয়।

রতন। সে সব আপনারা বুঝুন, আমি এখন চল্‌লুম। আজকাল-কার বাজারে দাঁও পেলে কি কেউ ছাড়ে? (প্রস্থানোদ্যত)

(মুরারির প্রবেশ)।

মুরারি। বেশ মশায় নিজে তাল সামলাতে পার্‌লেন না, এখন দোষ হ'ল বুঝি আমার! মনে করুন দেখি, জিত হ'লে ওই টাকা কি রকম ফেঁপে উঠ্‌তো!

গৌরী। আর, drink করাতেই বা এমন কি মহা-অন্যায় হয়েছে! আজকাল কে না করে! Health ভাল থাকে, মন প্রফুল্ল হয়! আমার মতে, নশ্বর সংসারে ঈশ্বর-প্রেরিত দু'টী খাটী সত্য সোণার অক্ষরে জ্বল্‌-জ্বল্ করছে—Drink and Death! তবে তুমি যদি extremist হয়ে পড়, সে কি আমার দোষ, না বিলেতে যে সব ভদ্রসন্তানেরা তৈরী করছেন, তাঁরা অপরাধী। এ যে তোমার আবদেরে কথা।

নরেন্দ্র। রাগ কর কেন! আমি তো ভাই তোমাদের দোষ দিই নি! দোষ আমার অদৃষ্টের—আমার কুগ্রহ! বল কি—ছেলে-পুলে নিয়ে দাঁড়াবার একটা জায়গা রইল না!

গৌরী। ও কথা বোল না। আমার বাড়ী কি তোমার বাড়ী নয়? যেদিন ইচ্ছে family transfer করে এখানে আন, যতদিন ইচ্ছে থাক! আমার স্ত্রী পুত্র কেউ নেই যে অ-বনিবনাও হবে! আর দ্বিতীয়বার বিবাহ করতেও যাচ্চি না।

নরেন্দ্র। এ প্রস্তাব তোমার মহত্ত্বের পরিচয়—সন্দেহ নেই, কিন্তু ভাই, সেটা কি ভাল দেখাবে? না, সরোজ তাতে রাজী হবে?

গৌরী। কেন, এতে আর আপত্তি কি?

নরেন্দ্র। তর্ক থাক্—আমায় ভাই এখন একটা বাড়ী খুঁজে দাও, যত কম ভাড়ায় হয়! মনে রেখো—তোমারই ওপর ভার! [প্রস্থান।

গৌরী। মচকাবে না—এখনও self-respect!

আর দু'দিন পরেই চক্ষে আঁধার দেখতে হবে!

সরোজ। দুর্দ্দশা কেন বল্‌ছ! তুমি থাক্‌তে দুর্দ্দশা কিসের! বিষয়-সম্পত্তি গেছে, তা সে তোমার অপরাধ কি! কমলা অচঞ্চলা কোথায়?

নরেন্দ্র। শৈশবে পিতৃমাতৃহীন আমাকে একরকম পথ থেকে কুড়িয়ে এনে তোমার বাপ ছেলের মত মানুষ করেছিলেন। শেষে অগাধ বিশ্বাসে তাঁর প্রাণের নিধি কন্যাটীকে আমার হাতে অর্পণ ক'রে নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন। সেই অপরিসীম কৃতজ্ঞতার ঋণ কেমন চমৎকার পরিশোধ কর্‌লেম! তাঁর প্রাণপণ-যত্নার্জ্জিত অতুল সম্পত্তি অপব্যয়ে ধূলোর মত উড়িয়ে দিয়ে সেই আদরের কন্যাকে—তাঁর সোণার কমল নাতীকে গাছতলায় দাঁড় করাতে বসেছি!

সরোজ। তুমি অমন ক'রে ব'লোনা—আমার কান্না পায়! কপালে থাকে, আবার আমাদের ঘরবাড়ী হবে! প্রাণে বেঁচে থাকলে দুঃখ্ কি! কত লোকে যে পাতার ঘরে রয়েছে! মাথা খাও, তুমি কিন্তু আর অমন ক'রে ভেবোনা!

নরেন্দ্র। ঠিক বলেছ! আর ভাববো না—আর পেছোবো না! অনেক আকাশ-পাতাল ভেবেছি। ভেবে ভেবে আজ কি গোঁয়ারতুমি কর্‌তে যাচ্চি শোন! (নোটের তাড়া বাহির করিয়া) এই পাঁচশো টাকা হাতে আছে—আমাদের যথাসর্ব্বস্ব! এই নিয়ে আর একবার খেল্‌বো! জীবন-মরণ খেলা খেল্‌বো! তোমার মুখ চাইব না—ছেলের মুখ চাইব না! হয় সব শেষ, নয় অন্ততঃ বাড়ীখানার কিনারা কর্‌বো।

সরোজ। আবার খেল্‌বে?

নরেন্দ্র। আবার খেল্‌বো! মরিয়া হয়ে খেল্‌বো! এমন খেলা কেউ খেলেনি! আর এমন ক'রে জীবন্মৃত হ'য়ে ঘরের কোণে অকূলপাথার ভাবতে পারি না। কোন্ দিন হয়ত আত্মহত্যা ক'রে বস্‌বো!

সরোজ। তোমার পায়ে পড়ি, ও সর্ব্বনেশে কথা মনেও এনো না! তুমি যাও, খেল। হেরেই যদি যাও, তাতেই বা কি! এত গেল, কত লোকের কত যাচ্ছে, আমাদেরও না হয় যাবে!

নরেন্দ্র। কি বল্‌ছ! আমি মাতাল, নেশার চোখে দু'দণ্ডের রোশ্‌নাই দেখ্‌তে শয়নকক্ষে আগুন ধরিয়ে দেবার সঙ্কল্প করেছি, পাগলের মন রাখতে তুমি আবার তাতে আঁচলের বাতাস দিতে ছুটে আসছ! সাবধান! ~~ওই আগুনের আঁচে তোমার আঁচল ধরে গিয়ে সর্ব্বাঙ্গ ভস্মীভূত হয়ে যাবে।~~

সরোজ। এই তোমার পা ছুঁয়ে বলছি, মন-রাখা কথা নয়! তুমি খেল, আমার কোন দুঃখ নেই।

নরেন্দ্র। (স্বগত) কি করি! যাই যাই করেও পা এগুচ্চে না—সাহসে কুলোয় না! যদি এও মারা যায়!

সরোজ। আবার কেন ভাবছ! বুকের ভেতর এমন একটা ধুক্‌-পুক্‌নি নিয়ে নিরুপায়ে বসে বসে ভাবার চেয়ে একেবারে নিরাশ হওয়া ভাল।

নরেন্দ্র। বেশ কথা। তার চেয়ে নৈরাশ্যই ভাল। পাতাল দেখে আসি, তারপর আবার গোড়া থেকে পত্তন করবো। বেশ কথা—সুন্দর কথা! নৈরাশ্যই ভাল — নৈরাশ্যই ভাল —

[দ্রুত প্রস্থান।

সরোজ। দুর্গা! দুর্গা! মাগো! কথা শুন্‌লে গায়ে কাঁটা দেয়! ভাবতে ভাবতে কোন্‌দিন আবার কি করে বস্‌বেন! তার চেয়ে যাতে ওঁর মন সুস্থির হয়, তাই করুন। আর কে জানে, আজ জিতও তো হতে পারে! সর্ব্বমঙ্গলা কি এমনই কর্‌বেন! আমাদের কি একেবারেই পায়ে ভাসাবেন!

[প্রস্থান।

কদর নরেনটা কি বুঝবে! ইস্—আহম্মুকটা না করলে আরও খানিক ক্ষণ দেখতে পেতুম—আরও দু'চারটে কথা শুনতে পেতুম। সরোজ—নামটিও সুন্দর। [প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

শুঁড়ি গলি—দুখীরামের দোকান

দুখীরাম, রণলাল ও নরহরি

নর। আরে মশাই, হিসেবের কড়ি বাঘে খায় না। এর একচুল গরমিল হবার যো নেই। কাল্‌গাঁর বাবুদের তালুক-মুলুকের কি কমি আছে! বাৰ্ষিক মুনাফাই কত!

রণ। চুলোয় যাক্,—তাদের তালুক-মুলুক আর বার্ষিক মুনফা! প্রজাদের রক্ত শুষে নিয়ে তাদের টাকা তাদেরই ধার দিচ্চে মামলা করছে, জমিদারী কিনছে,—তার সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক কি? কথা হচ্চে, জুয়ার আড্ডার লোহার সিন্দুকে গৌরীকান্ত যে হীরের কণ্ঠহার রেখেছে বলছ, খবরটা খাঁটী সত্যি তো?

নর। অব্যর্থ সত্যি! স্বয়ং যুধিষ্ঠির এর চেয়েও নিছক সত্যি বলেন নি! এই দুখের মুখেই ইতিহাসটা শোন না!

দুখী। তুমি বল দাদাঠাকুর! আমি তেমন গুছিয়ে বল্‌তে পারবো না।

নর। আচ্ছা আমিই বল্‌ছি। গৌরীকান্তের স্বভাবচরিত্র বেয়াড়াবার খবর পাওয়া অবধি তার বাপ দেশ থেকে খরচপত্র পাঠান বন্ধ ক'রে দেয়। গৌরীকে এক রকম ত্যেজ্য-পুত্তুর করেছে বল্লেই হয়। অথচ

রণ। দেখ বিনয় বাড়ুয্যে, পরিচয় তোমাদের অনেক দিয়েছি, আরও অনেক দোব! কিন্তু তোমরা অন্ধ, তোমাদের দৃষ্টিশক্তি তো দিতে পারি না! [প্রস্থান।

বিনয়। (নেপথ্যে রণলালের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া স্বগত) আচ্ছা, আজ তো আড্ডাধারীর কার্য্য-কলাপ দেখি, পরে তোমার পালা। যখন—মুখ-চেনা হয়েছে, আর ছাড়ান নেই!

মুরারি। আচ্ছা ঝগড়াটে লোক তো!

নর। তা বই কি! বাপ বল্‌তে শালা ব'লে গেল! আমি হ'লে ওই লাঠি তার পিঠে ভাঙ্গতুম!

হরে। বলি বাবা মুরুলি, উঠবে—না আমি এগোব?

মুরারি। চল খুড়ো!

[হরেকৃষ্ণ ও মুরারির প্রস্থান।

বিনয়। বাবুটী কে হে?

দুখী। কে জানে মশাই, রাস্তার লোক! গয়না গড়াতে দেবেন ব'লে' নক্সার বই দেখতে চাইলেন, তা আবাগের বেটা রাখালে আজও গেছে, কালও গেছে! এই নিন্ আপনার আংটি—একদম্ মরা সোণা—টাকা পাঁচেক হয় তো রেখে যান!

বিনয়। তোমার যে রাক্কুসে খিদে হে। পাঁচ টাকায় গিনি সোণার আংটি! দাও—দাও। [আংটি লইয়া প্রস্থান।

দুখী। সর্দ্দার বাবুর পিছু নেবে না তো?

নর। আরে রাখ্! রণু অমন সাতটা টিক্‌টিকিকে ট্যাঁকে গুঁজে এড়ে গরু বলে' চেত্‌লার হাটে বেচে আসতে পারে।

চতুর্থ দৃশ্য

নরেন্দ্রের বাটী

সরোজ

সরোজ। কখন সন্ধ্যে হয়েছে, এখনও দেখা নেই! এতক্ষণ তো খেলা হয় না! কোন কি বিপদ-আপদ হ'ল। মধু বল্‌লে—তিনি খেলায় উন্মত্ত, কিছুতেই উঠ্‌লেন না। আবার ডাক্‌তে পাঠালুম, এখনও ফির্‌লো না! তবে কি তাঁকে পুলিশে ধরে নিয়ে গেছে। মধু কি আমায় বোঝাবার জন্যে মিছে করে ব'লে গেল। কি হবে! আমাদের আর কে আছে, তাঁকে খালাস করে আনবে! হে ঠাকুর! তাঁকে আমার ফিরিয়ে দাও! টাকা যাক্—বাড়ী যাক্—যেমন নেশা করে' আসতেন, তেমনি আসুন—শুধু তিনি ফিরে আসুন, তাঁকে নিরাপদে দেখি, এই ক'রে দাও!

(নেপথ্যে গৌরী) দোর খোল—দোর খোল—

সরোজ। ওই কে ডাক্‌ছে—বোধ হয় তাঁর খবর [প্রস্থান।

(সরোজ ও গৌরীর প্রবেশ)

গৌরী। ওগো সর্ব্বনাশ হয়েছে! খেলায় আজ নরেন—যা কাছে ছিল—সর্ব্বস্ব হেরে গেল! তারপর—

সরোজ। কোথায় তিনি? বাড়ী এলেন না কেন?

গৌরী। শোন! হেরে গিয়ে টাকার শোকে তার মাথাটা কেমন বিগড়ে গেল! কথাবার্ত্তা নেই, হঠাৎ কাপড়ের ভেতর থেকে একখানা ছোরা বের করে' একেবারে নিজের বুকে বসিয়ে দিল!

সরোজ। অ্যাঁ! অ্যাঁ! ঠাকুর! এই কর্‌লে! (ভূতলে বসিয়া পড়া)

গৌরী। ভয় নেই—বেঁচে আছে।

মধু। এ আবার কি ছিষ্টিছাড়া কথা! জামাইবাবুকে যে এইমাত্র বাইরের ঘরে শিকলি দিয়ে আস্‌ছি! (গমনোদ্যতা সরোজকে বাধা দিয়া) না মা—এখন যেও না—তাঁর মেজাজ ঠিক নেই!

সরোজ। তা' হোক—আমি যাব—একবার তাঁকে দেখ্‌ব!

[প্রস্থান।

মধু। ছাড়া পেলেই এখুনি একটা হৈ চৈ বাধাবে! এ বিষ খাওয়া কেন? তা কি ছাই শুনবে? এত করেও বোতলটা কাড়্‌তে পারলুম না! চল দাদা, আমরা ঘরে যাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

(সরোজ ও মদ্যের বোতল হস্তে নরেন্দ্রের প্রবেশ)

সরোজ। ওগো, কি কর! কি কর! আর খেয়ো না।

নরেন্দ্র। তুমি যাও—খুসী—আরও খাব—দশ ডবল খাব—বিশগুণ খাব! যে বিষমাখান কথা শুনিয়েছ, এক পিপে না খেলে মাথা ঠিক হবে না! (মদ্যপান) সে Rascalএর মুখ দে' রক্ত তুলতে পার্‌ব না! এত স্পর্দ্ধা! পাজী! আমায় ফতুর করেও আশ্‌ মিট্‌ল না? শেষে—(মদ্যপান) টাকা গেছে বলে' কি মরেছি? রক্তমাংশের শরীর নয়? (মদ্যপান)

সরোজ। ওগো, তোমার পায়ে পড়ি—চুপ কর!

নরেন্দ্র। এই দাঁড়াও না—চুপ করেছি। (মদ্যপান ও পানান্তে বোতল ফেলিয়া দিয়া বাড়ীর মধ্যে বেগে প্রস্থান)

সরোজ। অমন করে' ছুটো না—এখনই পড়ে যাবে। মধু! মধু!

(ছোরা-হস্তে নরেন্দ্রের পুনঃ প্রবেশ)

নরেন্দ্র। চোপ্‌রাও! মেধো কি কর্‌বে! সে বেটা চাকর, তাকে care করি? (প্রস্থানোদ্যত)

হরে। ছ্যাখ বাবাজী, অত আগু-পেছু ভাবতে গেলে জগতের কোনও মহৎ কাজই সম্পন্ন হয় না! সাদা কথা—মাল যদিস্যাৎ হস্তগত করে' কুগ্‌লিস কেটে বেরিয়ে আসতে পার, সেই ধুল-পায়েই রওনা হয়ে আমার কাছে এস। যথানিয়ম বখ্‌রা দাও, তারপর মেদিনীপুর অঞ্চলের কোনও একটা অজ্‌ পাড়াগাঁয়ে গিয়ে পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস কর। প্রাণান্তে আর ও নচ্ছার মনিবের মুখদর্শন করো না।

মুরারি। যা বলেছ! থাকে ফাঁড়া, খেটে আসব!

হরে। নয়তো ব্যাটা ছেলে কিসের? তোমরা বাবা মানুষ মুনুষ হও, আমার আর কি—দেখে সুখ বই ত নয়! কিন্তু আগে আমার কাছে হয়ে, তারপর—

মুরারি। সে বলতে হবে না!

[উভয়ের উভয় দিকে প্রস্থান।

(বিনয়ের প্রবেশ)

বিনয়। বিদ্যে-বুদ্ধি যতই যাঁর থাকুক না কেন, এক অন্তর্য্যামি না হ'তে পারলে এ কাজের এক একটা জটিল সমস্যায় চটপট কৃতকার্য্য হ'বার আশা দুরাশা! তবে বরাতে লেগে যায়, স্বতন্ত্র কথা! সন্দেহ করে' তো আঁধারে ঢিল ছুঁড়ে চলেছি, লাগে—দশমুখে জয়জয়কার, নইলে ব্যর্থ পরিশ্রম, উৎসাহ ভঙ্গ, দুর্নাম!

মধুর দ্রুত প্রবেশ)

বিনয়। কি হে কর্ত্তা! ব্যাপার কি?

মধু। গোয়েন্দা বাবু! বাবু, বড় বিপদ! নেশার ঘোরে জামাই-বাবুর মাথায় খুন চেপেছে! এতবড় এক ছোরা নিয়ে গৌরীবাবুকে খুন করতে ছুটেছে! দোহাই বাবু, শীগ্‌গীর এস—নইলে একটা রক্তারক্তি করে' বসবে!

(হরেকৃষ্ণের প্রবেশ)

হরে। ওরে রঙি!

গৌরী। তা'রা নেমন্তন্নে গেছে!

হরে। আরে বাবাজী যে! আমি বাবা তোমার বাসায়—

গৌরী। চুলোয় যাক্! এখন একটা কাজ কর্‌তে পারবে? দশ হাজার টাকা দেব!

হরে। দশ হাজার!

গৌরী। দশ হাজার! নরেনের বাড়ী চেনো তো? বৈঠকখানায় সে আধ-মাতাল অবস্থায় পড়ে আছে! একটা ওষুধের গুঁড়ো দোব, মদের সঙ্গে মিশিয়ে এখনি তাকে খাইয়ে আসতে হবে!

হরে। ও বাবা! মানুষ খুন!

গৌরী। না—না—খুন নয়! বড় জোর—মাথাটা একটু বিগড়ে যাবে! দেখ খুড়ো, পার তো দশ হাজার!

হরে। ঠিক দেবে তো বাবা!

গৌরী। ওই হীরের কণ্ঠহার জামিন রইল।

হরে। কই—নিয়ে এস তোমার ওষুধের গুঁড়ো।

গৌরী। হীরেলালের কম্পাউণ্ডারের কাছে আমার নাম করলেই ওষুধটা পাবে। এতক্ষণে বোধ হয় তৈরী হয়ে গেছে।

হরে। না বাবাজী, ও সাক্ষী-সাবুদে নেই! কাছেই তো ডাক্তার-খানা! ওষুধ আমার হাতে পৌঁছে দিয়ে তুমি এখানে এসে গট্ হয়ে বসে থাক, আমি বাবা আধ ঘণ্টায় কাজ ফতে করে' আসছি!

গৌরী। বেশ, আমার সঙ্গে এস।

[উভয়ের প্রস্থান।

নর। মজালে। পাড়া শুধ্‌ধু এখনি জাগ্‌বে।

গৌরী। চোর—চোর—পুলিশ—

রণ। (গৌরীকে ধরিয়া) চেঁচিও না গৌরীবাবু। যদি প্রাণের মায়া থাকে টুঁ শব্দ করো না। (পলায়নোদ্যত মুরারীর প্রতি) খবরদার ছোক্‌রা, পালাবার চেষ্টা করলে খুন করবো।

গৌরী। অ্যাঁ! ছোরা এনেছে! খুন করবে! পুলিশ—পুলিশ—

রণ। চুপ কর—এখনও বলছি চুপ কর।

গৌরী। কে আছ—ছুটে এস—খুন করলে—খুন করলে—

রণ। খুন হয়ত করতুম না, কিন্তু না করলে উপায় নাই! বিশ্বাস-ঘাতক! (গৌরীর বক্ষে আঘাত ও গৌরীর পতন)

দুখী। খুন—খুন—সর্দ্দার-বাবু খুন করেছে।

মুরারি। রক্তের ফোয়ারা—ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত ছুট্‌ছে।

নর। করলে কি রণু? সত্যি সত্যি খুন করলে?

রণ। হ্যাঁ! খুন ভাল, কিন্তু ধরা পড়া ভাল নয়। রণলাল ধরা দিতে আসে না। দুখে, কাঠের পুতুলের মত কি দেখছিস? কাজ কর—সিন্দুক খোলা চাই।

দুখী। আমি বলি কি—আজ এই পর্য্যন্ত থাক্। বাধা পড়ছে—

রণ। এত ভয় বুকে নিয়ে চোর হয়েচিস্ কেন? চাষা—যন্তর্ নে।

দুখী। আমার হাত কাঁপ্‌চে—পালাই।

রণ। হুঁসিয়ার দুখে! মাথায় এখন খুন নাচছে। ভাঙ সিন্দুক—

মুরারি। সিন্দুকের চাবি বাবুর পকেটে রুমালে বাঁধা থাকৃত।

রণ। বটে! খুঁজে দেখ। (গৌরীর পকেট হইতে মুরারির চাবি বাহির করা) সাবাস্ ছোকরা! সিন্দুক খোল।

করলুম ! গৌরী—গৌরী—ভাই ! বেঁচে আছ কি ? কথা কও—একবার নিঃশ্বাস ফেল—গৌরী ! তবে আর কেন ? আর এ নরঘাতী জীবন কেন ? (রক্ত-মাখা ছুরি ভূতল হইতে তুলিয়া লইয়া) এই ছুরি, বড় উল্লাসে নর-রক্ত পান করেছ ! তৃষ্ণা আরও মিটাবে ! গৌরী, চেয়ে দেখ—নর-হত্যার প্রায়শ্চিত্ত দেখ। তোমার রক্ত-মাখা ছুরি নিজের বুকেও—আর সরোজকে দেখতে পাব না—আর শ্যামলের মুখ চুম্বন করতে পাব না। জগদীশ্বর ! জগদীশ্বর ! একবার তাদের দেখতে দাও—শেষ একবার দেখব ! (প্রস্থানোদ্যত ও তৎপরে ফিরিয়া আসিয়া) দ্বার রুদ্ধ—বোধ হয় পুলিস ডাকৃতে গেছে। হয়ত তা'রা এতক্ষণ ছুটে আস্‌ছে। কি করি ! কোন্ দিকে যাই—কোন দিকে—এই যে গরাদে বেঁকে রয়েছে ! ঝাঁপ দিই, বেঁচে থাকি—শেষ দেখা হবে,আর—মরণ হয় তো বেঁচে যাব।

(জানালা-পথে ঝম্প-প্রদান)

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

নরেন্দ্রের বাটী

সরোজ ও মধু

মধু। আমি মা চারিদিক তন্ন তন্ন করে' দেখে এসেছি। গোয়েন্দা-বাবুর সঙ্গে থানাতেও গেছলুম। সে ভয় নাই। হয়ত তাঁর কোনও বন্ধু পথে তাঁকে বে-এক্তার দেখে যত্ন করে নিজের বাড়ীতে নিয়ে গেছেন।

সরোজ। মন আমার এত উতলা কখন হয় নি! সেই কতদিন আগে মনের আকাশের এক কোণে দুর্ঘটনার একটু কালো মেঘ দেখা দিয়েছিল। দিন দিন আকাশ অল্পে অল্পে ঘন ঘোর মেঘাচ্ছন্ন হয়ে এল। তার পর, আজ সকাল থেকে সেই অন্ধকার আকাশে প্রলয়ের একটানা ঝড় চলেছে। মন যেন বলছে—এ ঝড় এখন থাম্‌বে না। আমাদের সুখের ঘরবাড়ী চুরমার করে'—শান্তির নৌকা বন্যার ঘূর্ণিতে ডুবিয়ে দিয়ে এ আকাশ তবে ফর্‌সা হবে।

মধু। মা! ভাবনা যত ভাববে, ততই বাড়বে। দুটো বেজে গেছে, কেন আর রাত জেগে কষ্ট পাও, একটু ঘুমোও গে।

সরোজ। বুকের ভিতর ভাবনার একটা সুমুদ্দুর নিয়ে মানুষ কি ঘুমুতে পারে? নেশার ঘোরে তিনি হয়ত রাস্তায় কোথায় অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছেন, আর আমি নিশ্চিন্ত হয়ে কি করে' ঘুমাই মধু? আমারই দোষ! মাথা খেতে কেন তাঁকে তখনই সে কথা বল্‌তে গেলুম!

মধু। তাই তো মা! কিছুতেই খুঁজে বার কর্‌তে পারলুম না!

নরেন্দ্র। দোর থেকে ডাক্‌তে সাহস হ'ল না! যদি কেউ দেখ্‌তে পায়! গলার স্বরে যদি কেউ চিন্‌তে পারে।

সরোজ। কি হবে! ~~কি হবে~~।

নরেন্দ্র। আর কি হবে! হাতকড়ি দিয়ে বেঁধে নিয়ে যাবে—ঘটা করে' খবরের কাগজে চেহারা ছেপে বেরোবে—তারপর ফাঁসীর দোলায় দুলিয়ে দেবে।

সরোজ। ওগো, অমন করে' বোলনা, আমার বুক ফেটে যায়! তুমি পালাও—পালাও! খুব দূরে—অনেক দূরে চলে যাও! কেউ সেখানে তোমায় চিন্‌তে পার্‌বে না।

নরেন্দ্র। ছেলেমানুষ—কি বলছ জান না! কোথায় পালাব? পুলিশের চোখ থেকে কোথায় পালাব? যেখানে যাব, ধরে আন্‌বে।

সরোজ। না—না, কখনও ধরতে পার্‌বে না! আমি বল্‌ছি—ধর্‌তে পারবে না! কি করে' চিন্‌বে? তুমি যাও! মাথা খাও, আর এক তিল বিলম্ব করোনা! যাও—এখনি যাও।

নরেন্দ্র। কোথায় যাব! কি ক'রে যাব? হাতে একটা পয়সা নেই!

সরোজ। তবে কি হবে! হা ভগবান্‌! কি করি! কোথায় কি পাই! মধু! মধু।

(মধুর পুনঃ প্রবেশ)

মধু। কেন মা? কি হয়েছে মা? অ্যাঁ! জামাই বাবু! এ সব কি।

সরোজ। সে কথা পরে শুনো! উনি এখনি বিদেশে যাবেন, কিন্তু পথ খরচ তো কিছু নেই।

মধু। ভাবনা কি মা! দেখি বাবু ছুরিখানা! (নরেন্দ্রের হস্ত

(দ্বার ভঙ্গ করিয়া বিনয় ও নগেনের প্রবেশ)

বিনয়। মা, অপরাধ নেবেন না—আমরা পুলিশের লোক! নরেন বাবুর কাছে জরুরী কাজ আছে! কোথায় তিনি?

সরোজ। তিনি—তিনি বাড়ী নেই। না—না ঘুমচ্ছেন।

বিনয়। একবার 'বাড়ী নেই', তার পর 'ঘুমুচ্ছেন'। এ রকম কথা তো সত্যি হয় না! এই যে রক্ত মাখা জামা পড়ে রয়েছে! (জামা কুড়াইয়া লওয়া)

নগেন। ওহে, পাঁচীলের বাইরে ধূপ্‌ধাপ্ শব্দ হচ্চে।

বিনয়। পালাল বুঝি! চল—চল— (প্রস্থানোদ্যত)

সরোজ। (বিনয়ের পা জড়াইয়া) ওগো, না না যেও না, তোমাদের পায়ে পড়ি, যেও না।

বিনয়। কি করব মা—আমরা সরকারের চাকর।

সরোজ। না গো—তাঁকে ধরোনা—আমাদের যে আর কেউ নেই! দোহাই তোমাদের! আমার স্বামীকে ছেড়ে দাও।

নগেন। কি করছ হে? জোর ক'রে ছাড়িয়ে এস না।

সরোজ। না না—তার আগে আমায় তোমরা বধ ক'রে যাও।

(নিদ্রাভঙ্গে শ্যামলের প্রবেশ)

শ্যামল। মা—মা—গো—

সরোজ। ওগো, আমার ওপর দয়া না হয়, এই অবোধ ছেলের পানে চাও! এর মলিন মুখ দেখ! তোমাদের প্রাণ কি পাষাণ? এক্‌টু দয়া নেই? শ্যামল! শ্যামল! কি দেখ্‌ছিস্! এঁর পা জড়িয়ে পড়, যদি দয়া ক'রে উদ্ধার করেন।

শ্যামল। (বিনয়ের প্রতি) তুমি কে গা? মা'কে বক্‌ছ কেন?

নগেন। আরে এস হে! আসামী যে পগার পার হয়।

নরেন্দ্র। সবই নোট। (একখানা নোট প্রদান) এই নাও মধু, জল এনে দাও।

মধু। দোহাই মা কালী! মুখ রক্ষে করো মা! নইলে মা'র কাছে মুখ দেখাতে পারব না। [প্রস্থান।

নরেন্দ্র। পাপের প্রতিফল প্রত্যক্ষ। জগদীশ্বরের বিধান কে এড়াতে পারে।

নেপথ্যে পাহারাওলা। জুড়ীদার হো! খুনী আসামী ভাগ্‌তা। পাক্‌ড়ো—পাক্‌ড়ো—

নরেন্দ্র। (উঠিবার চেষ্টা) আর উপায় নেই। এই খানেই বসে থাকি, ওরা ধরুক।

(জল লইয়া মধুর পুনঃ প্রবেশ)

মধু। কে ধর্‌বে জামাইবাবু? মধু আগুরি বেঁচে থাক্‌তে নয়! এই নাও—জল খেয়ে আবার দৌড়ও।

নরেন্দ্র। দাও—দাও মধু। (জল পান)

মধু। এইবার ছোটো—সাঁওতালদের তীরের মত ছোটো! পেছনে চেয়ো না। মনে কর—ওরা কখনও তোমায় ধর্‌তে পার্‌বে না। আমি রইলুম, মওড়া আট্‌কাব। [শূন্য গেলাস লইয়া প্রস্থান।

নরেন্দ্র। আবার আশা! দেখি—যদি পলাতে পারি। (উঠিয়া দণ্ডায়মান)

(প্রথম পাহারাওলার প্রবেশ)

১ম পাহা। শালা, আব্ যাওগে কাঁহা? (নরেন্দ্রকে ধৃত করা) হুজুর, ইধার আইয়ে। আসামী পাক্‌ড়া গিয়া! শালা, খুন কর্‌কে ভাগো গে? (প্রহার)

নরেন্দ্র। মেরোনা—মেরোনা—আমি যাচ্ছি।

রেখে দেবে, একি কম সৌভাগ্যির কথা ! হাতের নক্ষী বাঁ পায়ে ঠেল: মা ঠেলনা।

মোহিনী। (স্বগত) আমার একদণ্ড নিষ্কৃতি নেই ! মরণও তো আসে না ! কে জানে, কতদিন আর এই বেত্রাঘাত নিরুপায়ে সহ্য করবো !

রামী। বলি, কথার একটা জবাবই দাও ! বাবু রোজ ধর্য্যিহারা হয়ে পথপানে চেয়ে থাকেন ! এত যে হত-গেরাহ্যি কর—মুখের ওপর যা নয় তাই বল, তবু তিনি তোমা বই আর জানেন না ! আহা ! ভাল মানুষের ছেলে না হয় মজেইছে, তা ব'লে কি তাকে এমনি নাকে দড়ি দে' ঘোরাতে হয় ?

মোহিনী। তোমার বাবুকে গিয়ে বল—আমি ব্রাহ্মণ-কন্যা বিধবা—সতীলক্ষ্মী মা'র মেয়ে, ধর্ম্ম আমার প্রাণের অধিক প্রিয় !

রামী। এ বোকা মেয়েকে বোঝাই কি ক'রে ! বলি, সতি-গিরির কথা যে বল্‌ছ, আমি ছিরাম ঠাকুরের নিজমুখে শুনেছি—ও সব ছেঁদো কথা—মেয়ে-ভুলোনো কথা ! ওই যে মহাভারতে আছে না ? অহল্যা, দ্রোপদী, কুন্তী, তোমার গিয়ে মন্দাদরী, এঁরাই তো ক'জন আজকালকার ডাক্‌সাইটে সতী ! তা এঁদের কোন্‌টীর এক স্বোয়ামী দেখিয়ে দাও দেখি ! বাবু যখন হাল আইনে পুরুত ডেকে মন্তর্ পড়ে তোমায় বিধবা-বিয়ে কর্‌তে রাজী, তখন আর এতে দোষটা কি ! পাঁজি-পুঁথি দেখে একটা শুভদিন স্থির ক'রে দু'হাত এক হয়ে যা'ক্, কি বল ?

মোহিনী। আমি ও পাপ-কথার উত্তর দেবো না।

রামী। মনটা তা হ'লে আজ ভিজেছে,—না ? বাবুকে বলি গিয়ে।

মোহিনী। বল—তাঁর প্রস্তাব আমি বাঁ পায়ের লাথি মেরে প্রত্যাখ্যান করলুম।

মোহিনী। এনেছ? কই দাও। (আহফেন গ্রহণ)

তুলসী। বড় ফ্যাঁসাদে কাজ। বাবূ জান্‌লে বড় মুস্কিল হোবে।

মোহিনী। সে ভয় নেই। এস, যা বলছি—পুরোণ বালা জোড়া তোমায় বখসিস করবো।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

হাওড়া-পোলের নিকটস্থ গঙ্গা-তীরের পথ

ভিক্ষুকের প্রবেশ

গীত

আকুল হয়ে কেঁদে কেঁদে আঁখি তারা গেছে ক্ষয়ে।
কই মা তুলে নিতে কোলে এলোকেশী এলি ধেয়ে।
আপন জনে পরিজনে অনাদরে মুখ ফেরালে,
একা হাসি, একা বসি,, একা ভাসি নয়ন জলে,
শুনেছি— তুই অভয়া মা! দীন দুখ-হরা শ্যামা,
ভয়ে ভয়ে আমার ওমা দিন যে তারা গেল ব'য়ে।
আস্‌বি কবে—দেখ্‌বি কবে—রাখ্‌বি কবে রাঙা পায়ে॥

[প্রস্থান।

(হরেকৃষ্ণ ও নরহরির প্রবেশ)

নর। আমি মশাইকেই একটা কথা নিবেদন করি। মুরারি ছোঁড়া গোয়েন্দার কাছে কি কেলেঙ্কারটা কর্‌লে! তোমার মত ধর্ম্ম-ভীরু লোকের নামে কিনা অম্লানবদনে জুয়ার অপবাদ দিলে।

হরে। বাবা, তোমারই পাঁচজনে বিচার কর। বেটা আমার

নর। খুনের কিনারা হবে। এই বেলায় ভালয় ভালয় বলে ফেল, তোমার আড্ডার চোরা কুটুরি-টুটুরি কোথায় সে ঘাপটি মেরে বসে আছে।

হরে। বাবা, খুন ফুনের তোয়াক্কা রাখি না! আস্‌তো যেতো খেল্‌তো হার্‌তো দস্তুরী দিতো, আমার সঙ্গে এইটুকু সম্পর্ক। খুনে লুকিয়ে রেখে জেলে গলা বাড়িয়ে দেব, এ বুকের পাটা আমার নেই!

নর। শুনেছ তো চারিদিকে ঢেঁড্‌রা দিয়ে গেছে! আসামীর সন্ধান দিতে পারলে হাজার টাকা পুরস্কার। আমি বলি কি, টাকাটা পুলিশের হাতে না গিয়ে আমাদের দুজনের মধ্যে বখরা হয়ে গেলেই ভাল হয় না!

হরে। ভাল তো হয়ই, এবং তা হোক্ না, আমি তাতে বরং খুসী আছি। আর তোমায় বল্‌তে কি বাপ্‌ধন, সেই উদ্দেশ্যেই আজ ঠিক দুকুর্‌-বেলায় আমার এই সান্ধ্য-বায়ু সেবন।

নর। বটে—বটে! তা হ'লে তো দুজনেই এক নাগর-দোলায় দুল্‌ছি! ইস্—বড় মেঘ করে' এল খুড়ো!

হরে। তা বাবা এখানে দাঁড়িয়ে খুড়ো ভাইপোয় ভিজ্‌লে তো আসামী ধরা পড়্‌বে না! আপাততঃ একটা আশ্রয় নেওয়া যাক্ চল।

[উভয়ের প্রস্থান।

(নরেন্দ্রের প্রবেশ)

নরেন্দ্র। আকাশ ঘোর ক'রে এসেছে, রাস্তা নিরিবিলি, এ স্বর্ণ-সুযোগ হারালে আর বাঁচ্‌বার উপায় নেই। আশ্চর্য্য যে এখনও ধরা পড়িনি! আশ্‌ পাশ্‌ দে' শতবার পুলিশ আনাগোনা করেছে, তাদের দশ হাত দূরে কাঠগোলার কাঠের গাদার নীচে আমি! প্রতি মুহূর্ত্তে মনে করেছি—গেলুম, এই বুঝি দেখ্‌তে পেলে—এইবার ধর্‌লে! কিন্তু বেঁচে গেছি, আশ্চর্য্য এমন কেউ বাঁচে না! না, কাউকে

বিনয়। এমন ঠকা, নগেন, কখনও ঠকিনি। লাঠি খেয়ে লোকটা মূর্চ্ছার ভাণ করেছিল। আমি চলে যাবা মাত্র সিন্দুক খুলে গয়না বার করে লোহার গরাদে ভেঙ্গে জানালা থেকে লাফ দিয়েছে। অদ্ভুত শক্তি! তার পরও দেখ—ধরি-ধরি হয়েও পিছলে গেল।

নগেন। দোষটা তো তোমারই! তার বাড়ীতে অতক্ষণ দেরী না করলেই পারতে।

বিনয়। আমার ঐ একটা weakness! স্ত্রীলোকের চোখের জলে বড় moved হয়ে পড়ি।

নগেন। বিশেষতঃ—সে স্ত্রীলোক যদি সুন্দরী হয়। কি বল ভায়া?

বিনয়। Nonsense! তোমার সামনে আমি তাঁকে মা বলে ডাক্‌লুম, আর তুমি একটা কুৎসিত ঠাট্টা করলে! ছি! (নেপথ্যে দৃষ্টি-পাত করিয়া) ওহে, দেখ দেখ, নৌকাখানা বুঝি ওলটায়। মাঝিগুলো কি desperate হে! এই দুর্য্যোগে নৌকা ছেড়েছে।

নগেন। যাত্রী তো দেখছি একজন। তোমার আসামী নয় তো!

বিনয়। ঠাট্টা নয়, আশ্চর্য্য আর কি?

নগেন। তবে আর কি, জামা জুতো খুলে ঝাঁপিয়ে পড়—সাঁতরে নৌকো ধরো।

বিনয়। ওই যে—গায়ে সেই রকম একটা ছিটের জামা! ঘন ঘন আমাদের দিকে চাইছে আর দাঁড়ীদের ইসেরা করছে! ও সে লোক না হয়ে যায় না! পেয়েছি—আর যাবে কোথায়? ওই মাঝি—ওরে মাঝি—নৌকো থামা।

নগেন। ফিরেও দেখলে না! এতদূর থেকে—against wind—শুনতে পাবে কেন?

বিনয়। নগেন, নৌকো ঠিক কর—শীগ্‌গীর্—ধরতেই হবে।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

কাশীপুর—রণলালের বাগান-বাটী

মোহিনী

(রণলালের প্রবেশ)

মোহিনী। আবার বিরক্ত করতে এসেছ! পাশ-বদ্ধা কুরঙ্গিনীর ব্যাকুলতা দেখে আনন্দ উপভোগ করতে এসেছ!

রণ। না মণি, আমি নিজের ওপর আজ সারাদিন বিরক্ত। তোমার সঙ্গে কথা-বার্ত্তায় একটু অন্যমনস্ক হ'তে এলেম। বিশ্বাস কর—আজ আমি একান্ত অসুখী!

মোহিনী। আমার চেয়ে? ছলনার ফাঁদে স্বর্গ থেকে ভুলিয়ে এনে আমায় নরকে বন্দিনী ক'রে রেখেছ! রাক্ষসীর মত একটা দাসী চোখে চোখে পাহারা দিচ্ছে। দুঃখের ওপর মর্ম্মান্তিক জ্বালা—বিধবাকে যা' শুনতে নেই, আমার কাছে সেই সব কুৎসিত প্রস্তাব করছে। আমার চেয়ে অসুখী কি পৃথিবীতে আর কেউ আছে?

রণ। অসুখ তুমি যে ডেকে আন্‌ছ। বাক্স ভরে গয়না দিয়েছি, গঙ্গার ওপর এমন সুন্দর বাগান-বাড়ী—লোকে সাধ্যসাধনা ক'রে পায় না! যা চাইবে, মুখের কথা খসাবার সঙ্গে সঙ্গেই পেতে পার, তুমি অসুখী কেন?

সংবাদ তোমার স্বামীর বুকে মর্ম্মান্তিক বিঁধল। সেই দিন থেকে স্বার্থপর প্রাণহীন সমাজের ওপর হতশ্রদ্ধায় সে আমাদের দলভুক্ত হয়।

মোহিনী। এখন—এখন তিনি কোথায়? বেঁচে আছেন?

রণ। নামে গেরেপ্তারী পরোয়ানা বেরিয়েছে! কোথায় নিরুদ্দেশ হয়ে আছে।

মোহিনী। কিন্তু, তাঁর স্ত্রীর খবর নেন নি কেন? সে দুখিনী তো তাঁর চরণে কোনও অপরাধ করে নি!

রণ। সে কথা আমি কি করে' জান্‌বো?

মোহিনী। তুমি পিশাচ—বুঝি বা পিশাচের অধম! এ কথা জেনেও এতদিন আমার কাছে গোপন রেখেছিলে! এ কথা জেনেও আমার সর্ব্বনাশের চেষ্টা করেছিলে! উঃ—ভগবান্! তোমার বজ্র কি শক্তিহীন? এ মহাপাতকের কি দণ্ড নেই?

রণ। দণ্ড সময়ে হবে, কিন্তু মণি, একটা কথা বলি! তোমার স্বামী স্ত্রীর খবর না নিলে, আগুন থেকে তোমায় সে দিন কে বাঁচালে? কা'র জন্য জলন্ত ঘরে প্রাণ দিতে গেছলুম? পরের জন্য রণলাল মর্‌তে যায় না।

মোহিনী। না—না কি ব'লছ! অবলার সঙ্গে প্রতারণা ক'র না!

রণ। প্রমাণ চাও? তোমার স্বামীর বাঁ পায়ে ক'টা আঙ্গুল ছিল, জান?

মোহিনী। ছ'টা। তাই নিয়ে সঙ্গিনীরা কত ঠাট্টা ক'রত।

রণ। এই দেখ। (বাম পদ দেখান) আরও দেখ—তোমার পিতৃ-দত্ত অঙ্গুরী, আমাদের বিবাহের যৌতুক! মণি, আমিই সেই মৃত হরিদাস।

মুরারি। তবে যাই মশাই, বাবা তারকেশ্বর যা করেন। তা—তা—আমায় কেন আপনাদের দলে নিন্ না? আমি মজবুত আছি—প্যাল্লার-বারে দিনকতক জিম্‌নাষ্টিক করেছি!

রণ। তোমার মত ছিব্‌লে কাপুরুষের জন্য এ ব্যবসা নয়! এতে মাথাভরা বুদ্ধি চাই,—বুকভরা সাহস চাই।

মুরারি। আমি তবে মশাই খাব কি করে? ও বাড়ীর অন্ন তো উঠলো বলে'। জমিদার বুড়ো আমার দিকে তাকিয়ে যে বিট্‌কেল গলা-খ্যাঁকারি দেয়, বাপ্!

রণ। তোমায় হাজার খানেক টাকা দোব, একটা দোকান টোকান কোরো। যদি দেখি—উন্নতি করছ, আরও কিছু সাহায্য ক'রবো।

মুরারি। অ্যাঁ! হাজার টাকা! মশাই, আজ থেকে আপনি আমার ধরম্-বাপ। বল্‌তে কি, ছেলে বেলা থেকে সখ—একটা পিরাণের দোকান ক'রবো। বড় লাভের ব্যবসা। কাচলুম—বেচলুম—পরলুম, হাজাস্থুখো নেই।

রণ। আচ্ছা—আচ্ছা—এখন যাও।

মুরারি। যে আজ্ঞে, দণ্ডবৎ হই।

রণ। খুব সাবধানে—চারিদিক দেখে—তবে বাড়ী থেকে বেরিও; চল—আমিও তোমার সঙ্গে গেট্ পর্য্যন্ত যাচ্ছি।

[উভয়ের প্রস্থান।

২য় দৃশ্য

বালি—রেলওয়ে ষ্টেশন—প্লাট্‌ফরমের সম্মুখ

(যাত্রিগণ, কুলীগণ, পানচুরুটওয়ালা ইত্যাদি)

রেল-কুলী। গাড়ী হারড়া ছোড়া—ঘন্টি মারো—মোসাফের লোক টিকস্ লে লেও ! (পাঁচ মিনিটের ঘণ্টা)

(দুইজন লোকের প্রবেশ)

১ম লোক। টাকাগুলো যে আমি সরিয়েছি, বুড়ো বেটা টের পেলে কি ক'রে ?

২য় লোক। পিছন থিকা শুন্‌লাম—কোর্‌তাবাবু দারোগারে কই-তিছেন—"এ চুরি মাষ্টার ছোঁড়ারই কাম ! উহারে থানায় নিয়্যা ঠ্যালা দিল্যাই টাহা বারাইবো !" য্যাম্‌নি শোনা,ওমনি ছুইটা আইসা আপনারে হংবাদ দেওয়া !

১ম লোক। জামাটা পর্য্যন্ত গায়ে দিতে পেলুম না ! বাড়ী ঢুক্‌লেই গেরেপ্তার কর্‌তো ! এক ছুটে চলেছি, পথে না কেউ সন্দেহ করে !

২য় লোক। পথ থিকা অ্যাট্টা পিরাণ কিনা নিবান !

১ম লোক। হ্যাঁরে বেটা। এষ্টেশানে প্রায় দরজীর দল দোকান সাজিয়ে রেখেছে। যা হোক—কি আর কচ্ছি। নজর রাখিস্—দারোগা বেটা না এদিকে আসে।

২য় লোক। কই—না।

১ম লোক। গাড়ীটা এলে হয়। একবার চেপে বসতে পারলে কোন্ বেটা ধরে ? এই যা চল্লুম—আর ফিরছি না।

২য় লোক। আমারে যা দিবেন কইছিলেন ?

(১ম ও ২য় পুরুষ-যাত্রী ও ১ম স্ত্রীর পুনঃ প্রবেশ)

১ম পু। ছুট্‌তে পারেন না, যেন গজেন্দ্র-গামিনী! নাও, এমন রাতদুপুর পর্য্যন্ত তেঁতুলের হাঁড়ি বুকে করে' বসে থাক।

১ম স্ত্রী। (২য় পু-যাত্রীর প্রতি) শুন্‌লে ঠাকুরপো, আমার জন্যেই যেন যাওয়া হ'ল না! এদিকে যে গায়ে এক কড়ার বল নেই! (সলজ্জ ভাবে জিভ্‌ কাটিয়া) এই বলছি, তোমার দাদার মুখে—

বিধবা। আহা! দম্পহারী মধুসূধন আছেন!

১ম পু। বেরো বেটী অযাত্রা! মুখ দেখে লোকে ট্রেণ ফেল হয়!

বিধবা। দম্পহারী মধুসূদন আছেন!

১ম স্ত্রী। মাগীকে কেউ মুগুর-পেটা করে না গা?

বিধবা। ওগো, দম্পহারী মধুসূদন আছেন!

[১ম ও ২য় পু-যাত্রী ও ১ম স্ত্রীলোকের প্রস্থান।

(টিকিট-কলেক্টরের পুনঃপ্রবেশ)

টিকিট-কলে। যাক্—অতি কষ্টে successful হওয়া গেছে, বাপ্। কি rush!

বিধবা। হ্যাঁগা বাছা, আধ ঘণ্টা হয়েছে?

টিকিট-কলে। না বাপু, আধ ঘণ্টা পরে আধ ঘণ্টা হ'বে।

বিধবা। আচ্ছা বাপু, দম্পহারী মধুসূদন আছেন!　　[প্রস্থান।

রেল-কুলী। ঘণ্টা মারো—টাইম্ হো গিয়া! (নেপথ্যে ঘণ্টা-ধ্বনি)

(বিনয়ের দ্রুত প্রবেশ)

বিনয়। মশাই, বল্‌তে পারেন—ছিটের কোট গায়ে ২৭।২৮ বছর বয়েস একটি লোক এইমাত্র ট্রেনে উঠেছে কিনা? মুখ শুকনো—চুল উস্কোখুস্কো—হাতে বোধ হয় একটা পুটলী আছে।

নর। (স্বগত) বেটা মিথ্যে কথায় আমার বাবা! (প্রকাশ্যে) তা' খুড়োর বাড়ীটি তো বেশ নিরিবিলি!

হরে। আমি বাবা ঝঞ্ঝাটে লোক নই! তোমাদের অত ইটি বিটি সিটি বারো মশাই সতেরো মশাইয়ের তোয়াক্কা রাখি না। অবুরে সবুরে একটু আধটু আমোদ আহ্লাদ করা যায়। কই রে রঙি—কোথায় গেলি?

(রঙ্গিলার প্রবেশ)

রঙ্গিলা। কিগো। চেঁচাচ্চ কেন?

নর। বাঃ! বাঃ! বলি খুড়ো, এটী কি—(ইঙ্গিত)

হরে। হ্যাঁ বাবা, তোমার উপ-খুড়ী, আর আমার গলায় দড়ী।

রঙ্গিলা। সঙ আর কি!

হরে। রাত দশটা অবধি ঘুরিয়ে হাঁটু দুটোকে তো বাবা বে-এক্তার করে' দিলে! যা কথা ছিল, এইবার দাও! এক বোতল আমোদ কিনে আনা যাক্। কারণ-বারি পান আর স্ত্রী-কণ্ঠে গান, এ দুটি সেরার সেরা জিনিস। আমি শেষেরটীর ভার নিচ্ছি, তুমি বাবা আগের খরচটা যোগাও।

নর। আজ আর এত রাত্রে তো মিল্‌বে না খুড়ো!

হরে। সে ভাবনাটা আমার ঘাড়ে দাও না যাদু! রেস্ত ছাড, আমি বাবা পাঁচ মিনিটে এনে দিই কিনা দেখ।

নর। তাইতো! বড় লজ্জা দিলে খুড়ো! ট্যাক্ একদম্ খালি। তবে যদি ধার দিতে পার,—

হরে। কেন বাবা, সেই যে তখন পান কেন বার সময় বুক-পাকিট থেকে একতাড়া নোট খস্ করে রাস্তায় পড়ে গেল। আমি বাবা দেখিনি বুঝি!

নর। ওঃ! তাওতো বটে! কি জান আমি—খুচরো নেই, তাই বলেছিলুম। তা বেশ, এই পাঁচ টাকার নোটখানা ভাঙ্গিয়ে কিনে আন। (নোট প্রদান)

হরে। চিরজীবী হও বাবাজী! ওরে, বাবুকে যত্ন কর,—পান টান্ দে। [রঙ্গিলাকে ইঙ্গিত করিয়া প্রস্থান।

রঙ্গিলা! দাঁড়িয়ে রইলেন যে! বসুন।

নর। এই যে, বস্‌বো বই কি—বস্‌বো বই কি!

রঙ্গিলা। আপনি বসুন, আমি পানটা সেজে আনি। [প্রস্থান।

নর। কিছু খসালে! তা হোক্—ও আমার বেনো জল ঢুক্‌লো। সুদে আসলে পুষিয়ে নোব। বুড়ো যে কেপ্পণ, নিশ্চয় কিছু জমিয়েছে। সন্ধানটা তো আজ নিয়ে যাই। তারপর রণুলাল আস্‌ছেন আর কি।

(রঙ্গিলার পুনঃপ্রবেশ)

রঙ্গিলা। (পান দিয়া) এই নিন্ ভাবছেন কি?

নর। এই খুড়োর বরাত ভাবছি, আর মনে মনে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলছি

রঙ্গিলা। অত ঠাট্টা করেন কেন?

নর। ঠাট্টা নয়! খুড়ো বুড়ো বটে, একটা ভাগ্যিমান্ লোক!

রঙ্গিলা মুখপোড়ার কথা আর বল্‌বেন না। যে কষ্টে আছি, মরণ হয় তো বাঁচি!

নর। কেন—কেন—তোমায় যত্ন টত্ন করে না নাকি?

রঙ্গিলা। পোড়ার দশা! একটা পয়সার মুখ দেখতে পাই না! গয়নাগাঁটি যা দেখছো, কবে কেড়ে নেবে—কে জানে?

নর। লোক বলে—ওর হাতেবেশ পয়সা কড়ি আছে। এই তে দেখছি, একটা এ বো সিন্দুক! চাবি টাবি তো সব তোমার কাছেই থাকে?

হরে। (কপট নিদ্রা হইতে উঠিয়া) অ্যাঁ! তাইতো! ওরে বেটা চোর। পাহারাওয়ালা! পাহারাওয়ালা! চোট্টা আয়া!

(পাহারাওয়ালা-বেশী লছমনের প্রবেশ)

লছ। কেয়া হুয়া! কেয়া হুয়া! কাঁহা চোট্টা?

রঙ্গিলা। এই দেখ ওই লোকটা চোরা-চাবি দিয়ে সিন্দুক খুলে আমাদের যথাসর্ব্বস্ব নিয়ে পালাচ্ছিল!

হরে। আমার একতাড়া নোট নিয়ে পকেটে পুরেছে! ধর বেটাকে। বেটা ঘাগী সিঁদেল, নোটের তাড়া চুরি করবে!

লছ। হাঁ—হাঁ—এ শালা দাগী আছে! (নরহরিকে ধৃত করণ)

নর। (স্বগত) বেটাবেটী কি শয়তান গো! আমাদের ওপর টেক্কা মারে!

লছ। চলো থানেমে!

নর। খুড়ো, এইটে কি উচিত হ'ল বাবা?

হরে। আর, বাক্স ভেঙ্গে টাকাগুলো বগল-বাজা করাটিই কি উচিত হচ্ছিল বাবা? এখন নোটের তাড়াটি রেখে লেজ গুটিয়ে চুরণি কুকুরের মত কেঁউ কেঁউ করে বাড়ী যাও ধন।

নর। (স্বগত) নির্ঘাৎ প্যাঁচ্! (প্রকাশ্যে) আচ্ছা বাবা অর্দ্ধেক নাও।

লছ। নেহি—নেহি—হাম্ ছোড়্‌বে নেহি!

হরে। কেন বাবা কসাকসি করছ? ও পুরোটাই দিতে হবে ধনমণি?

নর। দুর হোক্ গে! নে শালা, এই নে! (নোটের তাড়া ফেলিয়া দেওয়া ও রঙ্গিলার উহা কুড়াইয়া লওয়া) মোদ্দা আমায় চেন না! এর প্রতিফল দোব, তখন বুঝবে আমি কে! হাঁরে মাগী, এই বুঝি তোর খুড়ো ঘাল্ হয়েছে, কাল দুপুরে উঠবে!

ষ্টেশন-মাষ্টার। কুলীরা বলছিল—ধাক্কা খেয়ে লোকটা লাইনের উপর সোজা লম্বা হয়ে ঠিক্‌রে পড়ে! তাইতে ট্রেণের চাকাটা ওর মাথা চূর্‌মার্ ক'রে বুকের ওপর দিয়ে চলে গেছে! লাস্ দেখলেন তো। মানুষ বলে' চেনবার যো নেই!

ইন্‌স্পেক্টর। Instantaneous death!

বিনয়। তার আর ভুল আছে! Identify করাই দায়! তবে ওর গায়ের ছেঁড়া ছিটের কোটের পকেট থেকে একখানা রেলওয়ে টিকিট আর ওর নামে addressed এই চিঠিখানা পাওয়া গেছে! টিকিট দেখেও জানা যাচ্চে—বালি থেকে উঠেছে! আর এই কাপড়ের পুঁটলিটে গাড়ীর ভেতর ফেলে পালাচ্ছিল—তাড়াতাড়িতে নিয়ে যাবার অবসর পায়নি! কাপড়গুলোও enquiry ক'রে দেখলেই বোঝা যাবে!

ইন্‌স্পেক্টর। আসামীর পক্ষে ভালই হয়েছে। সেই মাসখানেক জেলে পচে ফাঁসীকাঠে ঝুলতে হতো। তার চেয়ে এক লহমায় সব হাঙ্গামা ফুরিয়ে গেল!

বিনয়　তা বটে। আমাদের শুধু পরিশ্রমই সার।

ইন্‌স্পেক্টর। এখন চলুন—আমার বাসায় রাতটুকু ঘুমিয়ে সকালে বাড়ী ফিরবেন!

বিনয়। ভেবেছিলুম—পুঁটলি থেকে চোরাই গয়নাটা বেরুবে! তা নয়, শুধু কাপড় চোপড়! কণ্ঠহারের জন্য দেখছি—আবার দৌড়ঝাঁপ করাবে। চলুন, একবার টেলিগ্রাফ-অফিসটা ঘুরে যাওয়া যাক্।

[সকলের প্রস্থান।

করেছেন ! ভোর থেকে একটু ভাল আছে—অঘোর হয়ে ঘুমুচ্ছে, এইটুকু ভরসা ! কি বিষম রোগ ! এক রাত্তিরে বাছার চোক ডোবর হয়ে বসে গেছে—মুখে যেন কে কালী লেপে দিয়েছে ! ঘুম থেকে উঠে যখন খাবার বায়না ধরবে, কি দোব ? শুনেছি—দুধ-সাবু পথ্য ! সাবু ঘরে আছে, কিন্তু গয়লা তো এল না ! পুলিশের ভয়ে যদি সে নাই আসে ! মধু থাকলে বাজার থেকে কিনে আন্‌তো ! সে কেন এল না ? তিনি নিরাপদ হ'লে মধু তো তখনই ফিরে আস্‌তো ! মনে কেবল অমঙ্গল-আশঙ্কাই প্রবল হচ্ছে ! আহা ! ভয়ে পাগলের মত হয়ে গেছেন ! চলে গেলেন, পা ঠক্‌ঠক্ করে' কাঁপ্‌তে লাগল ! ছেলেটাকে দেখতে চাইলেন, এমনি বরাত—তা'ও হল না ! কি যে করি, কোন্ দিকে সাম্‌লাই,—ভাবতে গেলে জ্ঞান থাকে না !

শ্যামল । মা—মা !

সরোজ । এই যে বাবা—এই যে আমি ! কেন ধন ? কেন মাণিক ?

শ্যামল । জল-তেষ্টা ?

সরোজ । আর জল খেতে নেই যে বাবা ! গয়লা এলেই দুধ-সাবু ক'রে দোব এখন ! একটু চুপ করে থাক !

শ্যামল । বড্ডো তেষ্টা মা—একটু খানি দাও ।

(সরোজের কলসী হইতে জল গড়াইয়া আনা)

সরোজ । শুয়ে থাক বাবা—আমি খাইয়ে দিচ্ছি । (জল পান করাইয়া) আর একটু ঘুমোও দেখি, ঘুমোলেই অসুখ সেরে যাবে এখন । লক্ষ্মীটি ! (মাথা চাপ্‌ড়ান ও শ্যামলের নিদ্রা) পাশের বাড়ী থেকে একটু দুধ চেয়ে আনি, আমার আর লজ্জা কি ? মান অভিমান কি ? ভিখিরী ! মাগো ! (অঞ্চলে মুখ ঢাকা)

নেপথ্যে নগেন । বাড়ীতে কে আছ—ওদিকে এস ।

তুমি এসেছ, যা, হয় কর। দেখ না—বসে আছেন যেন কলা-বউটী! মাগী বজ্জাতের ধাড়ী!

বিনয়। আঃ নগেন! আচ্ছা, তুমি এদের নিয়ে বাইরে দাঁড়াও, আমি সার্চ্চ করছি।

নগেন। ওঃ—বুঝেছি! তা এ বন্দোবস্ত আগে থেকে করলেই তো হ'তো! মিছে আমায় trouble দেওয়া কেন? এই নাও তোমার সার্চ্চ-ওয়ারেণ্ট, আর এই নাও চাবির থোলো!

[নগেন ও পাহারাওয়ালাদ্বয়ের প্রস্থান।

বিনয়। মা, কিছু মনে ক'র না! কার্য্যোদ্ধারের জন্য সময়ে সময়ে আমাদের বাধ্য হয়ে কঠোর হ'তে হয়! এখন—আমার একটী কথার যথার্থ উত্তর দিতে হবে। প্রতারণার চেষ্টা কোরো না—আমি সত্য মিথ্যা চিন্‌তে পারি! গয়নাটা কি—

সরোজ। আমি অন্তর্য্যামী সাক্ষী ক'রে বলছি—এই রোগা ছেলের হাত ধরে' বলছি, গয়নার কিছুই জানি না! আমাদের মাথার ওপর এখন এই বিপদের খাঁড়া ঝুল্‌ছে—আমার অমূল্য রতন হারাতে বসেছি, আর তুচ্ছ একটা গয়না লুকিয়ে রাখ্‌ব? হা ভগবান! আপনি ওই চাবির থোলো নিয়ে যেমন ইচ্ছে খোঁজ করে' দেখুন, আমার কোনও অবিশ্বাস নেই!

বিনয়। এই মা তোমার চাবির থেলো ফিরিয়ে নাও, সাহেবকে বলবো—গয়না এ বাড়ীতে পাওয়া গেল না! (চাবি ফেলিয়া দিয়া প্রস্থানোদ্যত)

সরোজ। আমায় 'মা' বললেন, সেই ভরসায় জিজ্ঞাসা কর্‌ছি—তাঁ'কে কোথায় ধরে রেখেছেন? একবার কি দেখা হয় না? আপনার পায়ে ধরছি—একটী বার তাঁকে নিয়ে আসুন!

বেলিফ ঠিক কথা। শিউশরণ!

সরোজ। না—না—আমি আন্‌ছি—আমার বাছাকে আমিই বুকে করে' আনছি! ঠাকুর! বিন্দভঞ্জন!

রতন। পথে এস বাবা! কড়া না হ'লে কি কাজ চলে?

সরোজ। বাপ্‌রে! আমি তোর মা নই, রাক্ষসী! এ দশায় কোন্ প্রাণে তোকে বিছানা থেকে তুল্‌বো?

শ্যামল। কোথায় যাব মা?

সরোজ। জগদীশ্বর জানেন। এস বাবা—কোলে এস। (কোলে করা)

শ্যামল। উহুঁ—মাগো—লাগছে যে মা—মরে যাই যে মা!

সরোজ। (শ্যামলকে শয্যায় শয়ন করাইয়া) না—আমরা যাব না। আজ কিছুতেই যাবো না। গায়ে হাত দিতেই বাছা আমার নেতিয়ে পড়ল। মা হয়ে স্বহস্তে ওকে মেরে ফেল্‌তে পার্‌বো না। এই পথ আগলে দাঁড়ালুম, তোমাদের যা' সাধ্য থাকে কর।

রতন। বটে রে দর্জ্জাল মাগী! এত বড় আস্পর্দ্ধা! সর্‌ ওখান থেকে।

সরোজ। এক চুল নড়বো না। আমার প্রাণ থাক্‌তে ছেলের গায়ে হাত দিতে পাবে না!

শ্যামল। না মা—পালিয়ে এস মা—আমায় কোলে কর—আর লাগবে না!

রতন। (পিয়াদাদ্বয়ের প্রতি) ওরে, তোরা একজন মাগীর চুলের ঝুঁটী ধরে সরিয়ে দে'তো—আর একজন ওই ছেলেটাকে বার করে আন। বেটীর লম্বা-চওড়া ভাঙ্গতে হবে।

(পেয়াদাদ্বয়ের সরোজ ও শ্যামলকে আক্রমণ করিবার উদ্যোগ)

সরোজ। (নয়ন মুদ্রিত করিয়া করজোড়ে) দীনবন্ধু! কোথায় তুমি! আমার শ্যামলকে বাঁচাও!

মধু। মাগো! আমাদের সর্ব্বনাশ হয়েছে। জামাই বাবু—(ক্রন্দন)

সরোজ। বল--বল—তাঁকে কি ধরেছে! হ্যাঁ মধু, তাঁকে কি ধরেছে?

মধু। না মা—তা নয়!

সরোজ। তবে—তবে—

মধু। কি বলবো মা—বুক ফেটে যাচ্ছে—জামাইবাবু রেলে কাটা পড়েছেন।

সরোজ। অ্যাঁ! তিনি নেই? মাগো! (মূর্চ্ছা)

নরেন্দ্র। সে কথা আর তুলবেন না! দৈবদুর্ব্বিপাকে সমস্তই অগ্নিস্মাৎ হয়ে গেচে!

নবীন। হুঁ—এমন! ভাল, তা' হলে এখন করা হবে কি?

নরেন্দ্র। দেশ-বিদেশে ঘুরে দেখব, যদি কোথাও একটা কাজ-কর্ম্ম জোটে!

নবীন। সৎযুক্তি বটে! তা বাবাজীর লেখাপড়া কতদূর করা হয়েছিল?

নরেন্দ্র। আমি-বি-এ পর্য্যন্ত পড়েছিলুম। এখন তবে আসি, সন্ধ্যেও হয়ে গেছে!

নবীন। আরে রোস—রোস! কিছু জল টল খেয়ে—

নরেন্দ্র। মার্জ্জনা করবেন!

নবীন। সে কি হয়? মুখ চোখ শুকিয়ে গেছে! সারাদিন হয়ত ভাল রকম খাওয়াই হয় নি! একটু দাঁড়াও বাবা, আমি এলুম বলে'! দেখো বাবাজী, বুড়োকে ঠকিয়ে চলে যেও না! [প্রস্থান।

নরেন্দ্র। মন যেন লোকালয় দেখলে ছুটে পালাতে চায়! সদাই আতঙ্ক—কে কোথায় চিন্‌তে পারবে! নারায়ণ! এ সশঙ্ক জীবন কতদিন ভোগ করব! মায়া—জীবনের এত মায়া! মনে করলেই তো একদণ্ডে সকল যন্ত্রণা এড়ান যায়! বিরাট ট্রেণ নিঃশ্বাসে আগুন উদ্গার করতে করতে অন্ধকার ভেদ করে' ছুটেছিল, একবার ঝাঁপিয়ে পড়লেই তো সব গোল চুকে যেতো! আর মুখ লুকিয়ে পথ চল্‌তে হতো না,—লোক দেখ্‌লে বুক কেঁপে উঠ্‌তো না, পাহারাওলার সঙ্গে চোখো-চোখী হ'লে ভয়ে নিঃশ্বাস বন্ধ হ'য়ে যেতো না। ভীরু মন! সে সাহস তো হল না! কলঙ্ক ধিক্কার লজ্জা অঙ্গের ভূষণ. প্রাণ বাঁচাতে তবু সাধ! আর—আশ্চর্য্য! এ প্রাণ বাঁচেও তো! ট্রেণে উঠেই জামাটা

বেঞ্চির নীচে লুকিয়ে রেখে পুঁটলি থেকে এইটে বার ক'রে পরলুম! খানিক পরে দেখি, আর একজন সেই জামাটা প'রেছে! বেচারা স্বপ্নেও জান্‌তো না যে, সেই ছিটের কোট তাকে খুনী আসামী সাজিয়ে দেবে! পুলিশ তা'কে ধরতে উন্মত্ত, আমার দিকে লক্ষ্য করলে না! তার পর অনাহার-অনিদ্রায় দিন রাত অবিশ্রান্ত পথ হাঁটা! কি ছিলুম, কি হয়েছি!

(নবীনের পুনঃ প্রবেশ)

নবীন। একবার এই পাশের ঘরে যে আসতে হবে বাবা। দুটো ফলফুলুরী মুখে দাও—শরীরটা জুড়োক!

নরেন্দ্র। চলুন!　　(নবীন ও নরেন্দ্রের প্রস্থানোদ্যত)

(ব্যাগহস্তে মুকুন্দের প্রবেশ)

নবীন। এই যে মুকুন্দ! এত দেরী হ'ল! কোথায় ভোরে এসে পৌছোবার কথা!

মুকুন্দ। কাল রেতে মশায় যে হাঙ্গাম! শ্রীরামপুরে ট্রেণ আট্‌কে রইল! আবার আমার ভায়রাভাই সেখানকার ষ্টেশন-মাষ্টার, কিছুতেই ছেড়ে দিলে না! হয়েছিল কি জানেন? সহরের সেই নিম্‌কিটোলার খুনের পলাতক আসামী নরেন্দ্র আমাদের ট্রেণে ছিল! পুলিশ সন্ধান পেয়ে শ্রীরামপুরে তা'কে গ্রেপ্তার করতে উদ্যত হয়,—

নবীন। বল কি! তা'র পর? দাঁড়াও, তোমার কথা শুনছি। (নরেন্দ্রের প্রতি) বাবাজী, এই যে পাশেই ঘর—সব উদ্যোগ করা আছে! তুমি জলযোগে বসে যাও, আমি গল্পটা শুনেই যাচ্ছি! লজ্জা ক'র না বাবা, এ তোমারই ঘর!　　[নরেন্দ্রের প্রস্থান।

হাঁ—তা'রপর কি হ'ল?

মুকুন্দ। পুলিশ তো ধরে ধরে! আসামী তখন উপায়ান্তর না দেখে

এলে অনেকের স্বভাব বিগড়ে যায়! তুমি শুধু ঘরের ছেলের মত থাবে দাবে, বিষয়-কর্ম্ম শিখবে! বছরখানেক পরে তোমায় বুঝিয়ে দেবো, বুড়ো নবীন নিতান্ত অকৃতজ্ঞ নয়! তোমার নামটি কি বাবা?

নরেন্দ্র। রা—রাজারাম—

নবীন। রাজারাম? বেশ—এস বাবা। [উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

গ্রাম্য-পথ

(হিন্দুস্থানী রমণীগণের প্রবেশ)

গীত

একেলি না যাই হো শ্রীযমুনাকে তীর।
ঠারি যা' লো সুন্দরী—কাহে অধীর?
ঢিট্ সো নাগর, নটবর সুন্দর,
কদম পেড় 'পর থাড়া হাজির,
কুঙ্কুম ছোড়ব, আঙিয়া রাঙায়ব,
মারব পিচকারী—লাল আবীর।

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

কাশীপুর—রণলালের বাগান-বাটী

মোহিনী

মোহিনী। আকঙ্ক্ষার সীমা নেই! যা' পাবার নয়—যে সৌভাগ্য স্বপ্নেও আশা করি নি, বিশ্বনাথের কৃপায় তা' ফিরে পেয়েছি, কিন্তু তৃপ্তি কই! এত চেষ্টায় তাঁ'কে কুপথ থেকে ফেরাতে পারলুম না! মিনতি করেছি—পায়ে ধরে কেঁদেছি, বিরক্ত হয়ে তিরস্কার করেছেন! লোকে বলে—স্বামী গুণবান্ বা নিগুণ হ'ন, স্ত্রীর পরম পূজ্য—ইহকাল পরকালের সর্ব্বস্ব—পৃথিবীর প্রত্যক্ষ দেবতা! আমি তো প্রাণপণ যত্নে ভক্তির অর্ঘ্য নিয়ে তাঁর চরণে কায়মনে নিবেদন করেছি! মনকে বুঝিয়েছি—আমি সেবিকা মাত্র, তাঁর কার্য্যের বিচারক নই! অশান্ত মন তবু বিদ্রোহ করে কেন! সে কেন শিউরে উঠে!

(সরোজের প্রবেশ)

সরোজ। মা, এই টাকাটা নাও। ও বেলা আমাদের ঘরে ভুলে ফেলে এয়েছিলে!

মোহিনী। কই—আমার তো মনে হচ্ছে না! ও বোধ হয় তোমাদেরই টাকা!

সরোজ। না মা, তা' কেমন করে হবে! ক' দিন সংসার বাড়ন্ত, হাতে কিছুই ছিল না। এ মা তোমারই! মনে করে' দেখ!

মোহিনী। তাই যদি হয়, ও না হয় তোমার ছেলেকে সন্দেশ খেতে

দিলুম! ওটী বাছা তোমায় ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে, নইলে বড় মনঃক্ষুণ্ণ হ'ব!

সরোজ। এ কথায় আর কি বল্‌বো মা! তোমার দান ছেলের হ'য়ে আমি মাথায় ক'রে নিলুম! তোমারই দয়ায় প্রাণ-রক্ষা হয়েছে! তুমি আশ্রয় না দিলে—

মোহিনী। আশ্রয়ের কথা তুলে কেন মা লজ্জা দাও? বাগানের এক কোণে মালীদের থাক্‌বার একটা পোড়ো চালা,—

সরোজ। আমাদের যে মা ঐ কুঁড়ে ঘরই রাজ-অট্টালিকা! কি অবস্থায় ছিলুম, তা তো স্বচক্ষে দেখেছ!

মোহিনী। মাগো! সে কথা মনে হ'লে এখনও গা কেঁপে উঠে! গঙ্গা নাইতে গিয়ে দেখি, খোলাঘাটে অজ্ঞান-অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে আছ। ছেলেটা পাশে বসে' 'মা' 'মা' করে' কাঁদছে—মধু একধারে পাগলের মত বুক চাপ্‌ড়াচ্ছে! আবার যে উঠে হেঁটে বেড়াবে, আমার তো এ ভরসা ছিল না! ও পাড়ায় যেখানে ঘর ভাড়া করেছিলে, তা'রা নাকি ওই দুঃসময়ে তাড়িয়ে দিয়েছিল?

সরোজ। বাড়ীওলার দোষ কি মা! তিন মাসের ভাড়া বাকী, তার ওপর পয়সার অভাবে প্রায়শ্চিত্ত করা হ'ল না! ঘরে মারা গেলে কিছুদিন নাকি সে ঘরে ভাড়াটে আস্‌তো না! একেই তো মা ভাড়ার জন্য ঋণী, তার ওপর ঘরে মরে তাঁর লোকসানটা বাড়াই কেন? তাই ভেবে চিন্তে পতিত-পাবনী জাহ্নবীর শরণ নিয়েছিলুম! তা' মা, মহা-পাতকীর পোড়া অদৃষ্টে সে পুণ্যি ঘট্‌বে কেন! যন্ত্রণাভোগ কর্‌তে আবার বেঁচে উঠ্‌লুম!

মোহিনী। গঙ্গা তো আর পালাচ্ছেন না! ছেলেটা মানুষ-সুনুষ হো'ক্—মরার ভাবনা কি!

সরোজ। সেই আশীর্ব্বাদই কর মা! শ্যামল বেঁচে বর্ত্তে থাক্—ওকে রেখে যেন মরতে পারি। [প্রস্থানোদ্যতা।

মোহিনী। থাকনা আর একটু!

সরোজ। কাল আবার আসবো মা! পদ্মমাসির কাছে কিছু ধারি! হাতে আছে, এই বেলা শোধ করে' যাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

(রণলাল ও নরহরির প্রবেশ)

নর। কোথায় ছিলে? তোমার বাগানের খদ্দের এনে 'হা পিত্যেস্' বসে আছি! দেখা-শোনা হয়ে গেছে, পছন্দও হয়েছে, এখন দরে বন্‌লেই হয়!

রণ। ওই পাগড়ীওলা হিন্দুস্থানীটা?

নর। হিন্দুস্থানী নয়,—পশ্চিমে বাঙ্গালী! বড় যে-সে নয় রণু! ক্রোড়পতি সদাগর। বড় রাস্তায় জুড়ী দাঁড়িয়ে আছে, তোমার এ গলির ভেতর ঢুকলোই না! গঙ্গার ধারে ও একটী ভাল বাগান-বাড়ী কিন্‌তে চায়। জবর শাঁসাল খদ্দের রণু! টাকার আদি অন্ত নেই! (নেপথ্যে দৃষ্টিপাত করিয়া) সদাগর মশাই! এই যে—এদিকে আসুন না!

(নরেন্দ্রের প্রবেশ)

(রণলালকে দেখাইয়া) ইনিই হচ্ছেন বাগানের মালিক! অতি সজ্জন—আপনারই মত মহাশয়-লোক!

রণ। আপনি কিন্‌বেন?

নরেন্দ্র! আমার খুব পছন্দ হয়েছে, তবে খুড়ো মশাইকে একবার আন্‌তে হবে। তাঁর মত হ'লেই কথাবার্ত্তা পাকা করে' ফেলা যাবে।

রণ। বেশ, সুবিধে মত একদিন তাঁকে নিয়ে আসবেন! বলেন

৩য় বা। ওরে, সেই মেধো চাকরটা—আমাদের বাড়ী বাসন মাজে, সেই ওদের খেতে দেয়! বুড়ো ভারী পাজী!

শ্যামল। ছাখো, মধুদাদাকে যদি গাল দাও, আমার গায়ে জোর হ'লে সকলকে এমন মারবো!

সকলে। কলা করবি! ছি ছি ছি! [বালকগণের প্রস্থান।

(নরেন্দ্রের পুনঃপ্রবেশ)

নরেন্দ্র। (স্বগত) পেয়েছি—এইবার দেখা পেয়েছি! এ আমার শ্যামল—আমার হারানিধি! আহা! পথের ওপর চাঁদ হেঁটে যাচ্ছে!) (প্রকাশ্যে) কেন বাবা,—কি হয়েছে? ওরা ঝগড়া করেছে?

শ্যামল। আমার দোলাই নেই বলে' ওরা ঠাট্টা করলে! আমার শীত করছে, তা ওদের কি!

নরেন্দ্র। ছিঃ! কাঁদতে নেই! ওরা সব দুষ্টু। এই আমার গায়ের কাপড়খানা গায়ে দাও! (শাল পরাইয়া দেওয়া)

শ্যামল। এ ভাল নয়! রাঙা কিনতে পার নি? আঃ! বেশ গরম, আর শীত করছে না!

নরেন্দ্র। তোমার মা আছেন?

শ্যামল। হ্যাঁ।

নরেন্দ্র। আর কে আছে?

শ্যামল। মধুদাদা! মধুদাদাকে জান? আমায় কত ভালবাসে।

নরেন্দ্র। (স্বগত) মধু—মধু তা হ'লে বেঁচে আছে। (প্রকাশ্যে) তোমার বাবা নেই?

শ্যামল। না বাবা অনেকদিন মরে গেছে! আর তো আসে না, একটিবারও আসে না!

নরেন্দ্র। তাঁ'কে তোমার মনে পড়ে?

শ্যামল। মাকে দিইগে! দেখো—আবার চাইবে না তো?

নরেন্দ্র। আমায় ভালবাসবে?

শ্যামল। হাঁ—খুব ভালবাস্‌ব! মধুদাদার মতন। না—না—অতো নয়, তবুও অনেক ভালবাস্‌ব!

নরেন্দ্র। আমায় একটা চুমু দিয়ে যাও! (মুখচুম্বন)

শ্যামল। তুমি কি কাঁদছ?

নরেন্দ্র। যাও বাবা, বাড়ী যাও! [শ্যামলের দৌড়িয়া প্রস্থান। আমার সরোজ! আমার সরোজ! না, সন্ধান পেয়েছি—বেঁচে আছে—এই ঢের, আর বেশী প্রত্যাশা করবো, সে অদৃষ্ট আমার নয়! টের পেলে তখনই সে উজ্জ্বল করে' মাথায় সিঁদূর দেবে! কথা কানা-কানি হ'য়ে পুলিশের কানে উঠবে! তার পর, দু' দিন না যেতে যেতে সেই সিঁদুর আবার চিরদিনের মত মুছে যাবে। যেমন ক'রে হোক্—স্বামীর শোক এখন সে অনেকটা সাম্‌লেছে। এর ওপর নতুন করে' বিধবা হ'লে অভাগিনী আর বাঁচবে না। দূর থেকে শুধু একবার দেখে যাই। আহা! কতদিন দেখিনি!

[প্রস্থান।

(নরহরি ও মুরারির প্রবেশ)

নর। পেট তো ভরেছে, আবার উস্‌খুস্‌ করছ কেন? চলে এস না!

মুরারি। যাই কি না যাই ভাবছি!

নর। কেন হে?

মুরারি। দেখ বাবা, মনে বড় খট্‌কা লেগেছে। ওই লাল রঙ্গা বাড়ীর জানলায় একটি মেয়েমানুষ দেখলুম—হুবহু আমাদের রঙ্গিলা!

নর। খুড়োর সঙ্গে বুঝি ঝগড়া ক'রে চলে এসেছে?

যাচ্ছিস্ কোথা? দাঁড়া! তুই এ চুরি করেছিস্! দে—তাঁকে ফিরিয়ে দিতে হবে!

শ্যামল। আমি তো চুরি করেনি! শীত করছিল বলে' দিয়েছে। এই দেখ না—আর কত টাকা দিয়েছে!

নর। ওরে বেটা পুঁটকে চোর! আস্পর্দ্ধা তো কম নয়! খোল্!

শ্যামল। নিও না—নিও না—শীত করবে।

নর। তবে তো আমার চোদ্দ পুরুষ নরকস্থ হ'বে! (শাল কাড়িয়া লওয়া) এক রত্তি ভিখিরীর ছেলের সখ্ দেখ! ট্যানার ওপর শাল উড়িয়েছে। এইবার টাকাগুলো নে' আয়!

শ্যামল। তোমায় কেন দোব? মা'র কাছে দোব?

নর। তক্রার করবি তো এক চড়ে মুণ্ডু ঘুরিয়ে দোব! ছাড়—মুঠো খোল বলছি!

শ্যামল। মা! মা! দেখনা মা! টাকা কেড়ে নিচ্ছে!

নর। আবার চেঁচান! তবে থাক্ বেটা এখই থানায় মুখ গুঁজড়ে পড়ে। (শ্যামলকে ফেলিয়া দিয়া টাকা কাড়িয়া লওয়া)

শ্যামল। উহু—হু বড্ডো লেগেছে! মা! মা/মা/মরে গেলুম মা (মূর্চ্ছা)

নর। ফাঁকতালে বাজীটা মারলুম মন্দ নয়! শালখানা দামী। শ' দেড়েকে টাকা বে-ওজর হ'বে। এইবার যা বাবা—মা'র বাছা মা'র কোলে চলে যা! একি! ছোঁড়া ওঠে না যে! ম'ল নাকি? খুনের দায়ে পড়বো যে। না বাবা, ঘাঁটা-ঘাঁটিতে কাজ নেই। [দ্রুত প্রস্থান।

(সরোজের প্রবেশ)

সরোজ। কথায় কথায় দেরী হ'য়ে গেল! চলে আসতেও পারি না —রাগ করতো! শ্যামল হয়ত এতক্ষণ ইস্কুল থেকে এসে দোরের পাশে

যা'র অবর্ত্তমানে তুমি অগাধ সম্পত্তির অধিকারী, তাকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে তোমার সাহস হচ্ছে না? ছি-ছি! তোমার ওপর ঘৃণা হচ্ছে!

মুকুন্দ। আমি পারবো না! বাপ্—ধরা পড়লেই ফাঁসী। কিন্তু—কিন্তু, আমার জন্যে কেউ যদি এ কাজ করে, বিষয় পেলে আমি তা'কে পঞ্চাশ হাজার টাকা দোব।

(মুরারির প্রবেশ)

মুরারি। আর, এমন একজন লোক আমি যদি খুজে এনে দিই, আমায় কি দেবে?

রঙ্গিলা। মুরারি যে! এ কি অবস্থা?

মুরারি। মানুষের জীবনেও জোয়ার ভাঁটা খেলে। তোমাদের ভরা জোয়ার আমার মরা ভাঁটা।

মুকুন্দ। তাইত—তাইত! হঠাৎ কি মনে করে?

মুরারি। চাপান দিও না! যা বললুম, তার জবাব দাও।

মুকুন্দ। ক্ষেপেছ! ও সব রণ্ডির সঙ্গে তামাসা কর্‌ছিলুম!

মুরারি। এই তো বাবা মচ্‌কে গেলে! শুনে রাখ—এই বেলা সন্ধানে পাকা লোক আছে, যা'কে পৃথিবীর পুলিশ এক্‌কাট্টা হলেও ধরতে পারবে না।

রঙ্গিলা। এমন লোক?

মুরারি। এমন লোক। টাকা তো আগে দেবে না বাবা! কাজ ফরসা হয় দিও—না হয় দিও না।

মুকুন্দ। তা'কে এনে দাও, তোমায় দশ হাজার দোব!

মুরারি। আর, তা'কে ওর পাঁচ গুণ। কেন? এই তো কাজের কথা! কাল সন্ধ্যের সময় এইখানে তা'র দেখা পাবে। কিন্তু,

নর। কি হবে রণু? এ যাত্রা বাঁচাও—এই নাক কাণ মল্‌ছি।

রণ। আর, ওরা আমার সীমানার মধ্যে থাকে, সুতরাং পুলিশ এই খানেই আড্ডা গাড়বে। অযাত্রাগুলোকে এত কাছে ঘেঁস্‌তে দেওয়া তো উচিত নয়!

নর। তা তো নয়ই! একটা কিছু উপায় কর দাদা, আজীবন তোমার কেনা হ'য়ে থাক্‌বো। তোমার সঙ্গে কত সুবুদ্দুর পার হ'য়ে এসে শেষে কি না ডোবায় ডুবে মর্‌বো?

রণ। এক কাজ কর। এই দণ্ডেই ওদের ঘর থেকে তুলে দাও। এ ছাড়া উপায় দেখছি না! মাগীটা হয়ত অনেক মাথামুড় খুঁড়বে—কান্নাকাটী কর্‌বে, শুনো না! রাস্তায় যাক্—পুকুরে ডুবে মরুক্—গঙ্গায় ঝাঁপ দিক্, কোনও কথা নয়! পার্‌বে তো?

নর। এ আর শক্ত কি? বলিহারী বুদ্ধি! যেটুকু প্রাণ আছে টানা-হেঁচড়াতেই বেরিয়ে যাবে! তখন আর ডাক্তার বেটা কর্‌বে কি?

রণ। কালুকে আমার নাম ক'রে ডেকে আন! তা'কেও তোমার সঙ্গে দোব!

[নরহরির প্রস্থান।

(মোহিনীর প্রবেশ)

মোহিনী। কি কর্‌ছ? দয়া-মায়া কি একেবারে বিসর্জ্জন দিয়েছ? মাথার ওপর ভগবান আছেন, দু'বেলা এখনও চন্দ্র সূর্য্যি উঠছে। ওগো, এমন নিষ্ঠুর কাজ কর্‌তে নেই।

রণ। আড়াল থেকে শুনেছ বুঝি?

মোহিনী। তোমার হাতে ধর্‌ছি! বেচারীর ছেলেটি মর-মর, হাতে পয়সা নেই, অসময়ে বাড়ী থেকে বার ক'রে দেবে!

রণ। আর আমার মা যখন মর-মর, তা'রা কেমন ক'রে অনাথাকে শ্যাল-কুকুরের মত বাড়ী থেকে বিদায় করেছিল? তা'দের মনে তো কই দয়া হয় নি? চক্রান্ত ক'রে—হলফ মিথ্যে ক'রে সাক্ষী দিয়ে যা'রা আমায় জেল খাটালে, তা'রা তো একবার কষ্ট ক'রে ভেবে দেখেনি যে একটা লোক বিনা দোষে চিরজীবনের জন্য কলঙ্কিত হ'ল! না—না মণি তা হবে না! পৃথিবী নির্ম্মম, আমি সেই পৃথিবীর চেলা।

(সরোজের দ্রুত প্রবেশ)

সরোজ। মা! মা! একবার এস মা! একবার শ্যামলকে দেখবে চল। বাছা আমার অচৈতন্য হয়ে পড়ে আছে। মধুও বাড়ী নেই যে ডাক্তারবাবুকে খবর পাঠাব! একা আমি,—হাত পা আসছে না!

রণ। হাত পা আসতেই হবে, কারণ এখানে তোমাদের আর থাকা হচ্ছে না। এখনই আমার ঘর ছেড়ে উঠে যাও।

সরোজ। এখনই?

রণ। এই দণ্ডেই! লোক পাঠাচ্ছি—সহজে না যাও, তা'রা জোর করে' বার করে' দেবে!

সরোজ। আপনি বোধ হয় শোনেন নি, আমার ছেলের—

রণ। তোমার ছেলের কথা ভাবতে গেলে তো আমার চলে না! যেতেই হবে। তোমাদের এই দণ্ডে তুলে দেওয়া একান্ত আবশ্যক!

সরোজ। দয়া ক'রে এত দিন আমাদের আশ্রয় দিয়ে আজ এই দুঃসময়ে বিমুখ হ'বেন? না—না, আপনি কখনই নির্দ্দয় নন্!

রণ। আমি আশ্রয় দিয়েছি! স্বপ্নেও ভেব' না! একটা অলক্ষণে লক্ষ্মীছাড়ার পল্টন সখ্ ক'রে আমি বাড়ীতে পুষেছি! এত নির্ব্বোধ আমি নই! ওই তোমার আশ্রয় দাত্রী!

অষ্টম দৃশ্য

কুটীর-সম্মুখস্থ গ্রাম্য-পথ

নরেন্দ্র ও চুণীলাল

নরেন্দ্র। কেমন দেখলেন ডাক্তার বাবু?

চুণী। কিছু তো ধরতে পারলুম না। Heart ভাল, pulse ভাল, কোথাও ভেঙ্গে-চুরে যায় নি।

নরেন্দ্র। আমি যখন প্রথম দেখেছিলেম, বালক অতি কষ্টে নিঃশ্বাস ফেল্‌ছে। মনে হ'ল—heart এখনই fail করবে! ভাল ক'রে দেখেছেন তো? serious কিছু নয়?

চুণী। আমার বিদ্যেতে তো মশাই তা' বলে না! weak শরীরে হঠাৎ একটা shock লেগেছিল বোধ হয়। যাই হোক্—dangerটা এখন কেটে গেছে! মধুকে ডাক্‌তে লোক গেছে কি?

নরেন্দ্র পাড়ার একটি ছেলেকে আমার গাড়ী ক'রে পাঠিয়েছি। সৌভাগ্যক্রমে আপনার সঙ্গে দেখা হ'ল। নইলে—আমি বিদেশী লোক ডাক্তার খুঁজতে অনেক ঘুরতে হ'তো।

চুণী। এ পাড়ায় একটা callএ এসেছিলুম। কিন্তু আপনাকে তো এখানে কখনও দেখি নি! এদের কোনও আত্মীয় বুঝি? ছেলেটার মা ই বা কোথায়?

নরেন্দ্র। আমি হাবড়ায় থাকি কার্য্যগতিকে এঁদিকে এসেছিলেম। বাড়ীতে ফিরতে দেরী হ'বার সম্ভাবনা দেখে সহিসকে ঘোড়া খুলে দিতে ব'লে ফিরছি, দেখ্‌লুম—একটি বিধবা স্ত্রীলোক আঁচলে চোখ মুছতে মুছতে এই ঘর থেকে বেরিয়ে ওই বাড়ীটার দিকে গেল। এখানে

নরেন্দ্র। এ যে চিকিৎসার ফী—আপনাকে দিয়েছি!

চুণী। আমিই নিয়েছি। ছোট ভাইয়ের নাড়ী টিপে টাকা উপার্জ্জন অদৃষ্টে আজ এই প্রথম! এ রোজগার মা'র প্রণামী ছাড়া কি আর কিছুতে খরচ করতে পারি? [প্রস্থান।

নরেন্দ্র। আশ্চর্য্য! এমন লোকও আছে!

মধু। কে বাবু তুমি? আমাদের জন্যে এত কর্‌ছ—কে তুমি গলাটাও যে চেনা চেনা!

নরেন্দ্র। আমায় তোমাদের কল্‌কেতার বাড়ীতে দেখে থাকবে। তোমাদের জামাইবাবুর আমি নিকট-আত্মীয়। তোমাকে তো চিন্‌তে পার্‌ছি মধু।

মধু। চোখে আর ভাল ঠাওর কর্‌তে পারি না বাবু! মা'র শ্বশুর বাড়ীর লোক বুঝি?

নরেন্দ্র। হ্যাঁ, কিন্তু তিনি আমায় চিন্‌তে পার্‌বেন না। বিয়ের পর কখনও তো আমাদের দেশে যান নি!

মধু। তা বটে!

নরেন্দ্র। সহরে এসে অবধি তোমাদের খোঁজ কর্‌ছি। তারপর সকলে ভাল আছ?

মধু। হা ভগবান! ভাল? বাবু, এই ভাঙ্গা ঘর দোর,—আমাদের অবস্থা দেখ! আর, মেধোর কি কঠিন প্রাণ, তা'ও দেখ! সোণার লক্ষ্মী মাকে কাঙ্গালিনী সাজিয়েছি, দুধের গোপাল টুক্‌টুকে শ্যামল লারাদিন মুড়ী খেয়ে আছে, একমুঠো ভাত দিতে পারি নি! বাবু, আমার মরণ নেই—মরণ নেই! এততেও বুড়োর বুকটা চৌচাকুলা হয়ে যায় নি!

মধু। বলছে এই যে, দুঃখের মাথায় ঝাঁটা মেরে চল মা এখনি আমাদের সেই কল্‌কেতার বাড়ীতে ফিরে যাই! আমাদের নিয়ে যাবার জন্যে গর্‌গমে জুড়ী রাস্তায় দাঁড়িয়ে ছট্‌ফট্‌ করছে। চল মা—এই মুড়ীর রাজত্ব থেকে আমার ছোট্‌টো ভাইটীকে আবার সেই ক্ষীর-সরের দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যাই!

সরোজ। এ কি পাগল হ'য়ে গেল! শ্যামলকে বড় ভাল বাসত! অ্যাঁ! তবে কি—তবে কি বাছা আমার—(উচ্চৈঃস্বরে) শ্যামল—শ্যামল—　　(ছুটিয়া কুটিরের দিকে অগ্রসর)

(শ্যামলের কুটীর হইতে বাহির)

শ্যামল। কেন মা! এই যে মা!

সরোজ। যাদু আমার—বুক-জুড়োন ধন আমার—

রণ। বিনা-পয়সায় খাটিয়ে নোব, এমন মনে ক'র না! মুকুন্দর টাকা আদায় হ'লে তুমিও উপযুক্ত পারিশ্রমিক পাবে!

রঙ্গিলা। আমি টাকার কাঙ্গাল নই! আমার যা' আছে, একলার সুখে-স্বচ্ছন্দে চলে যায়!

মুকুন্দ। (স্বগত) টাকার কাঙ্গাল না হ'ন, টাকার জোঁক বটে!

রঙ্গিলা। ভাবছেন কি। হিসেবে কিছু গরমিল হয়েছে?

রণ। যদি রহস্য না ক'রে থাক, কতকটা গুলিয়ে যাচ্চে বটে! কাজটা সোজা নয়! তোমার ভরসা কতকটা করেছিলুম!

রঙ্গিলা। কি করতে হবে শুনি! বিষ টিস্ দিতে পারবো না!

রণ। সদাগরের বাড়ীতে স্ত্রীলোক কেউ নেই! মুকুন্দ বোধ হয় জানে, তা'রা একটী রাতদিনের ঝি খুঁজছে!

রঙ্গিলা। ঝি হ'য়ে থাকবো!

রণ। রাণীর মাইনে দোব! আর শুধু এক হপ্তা!

রঙ্গিলা। আবার সেই টাকার কথা! টাকার কথা তুলবেন না, আমি অমনি আপনার কাজ ক'রে দোব! তা হলেই তো হ'ল!

রণ। আমাদের বখরার পক্ষে তাতে সুবিধে—সন্দেহ নেই, কিন্তু এ স্বার্থ-ত্যাগের উদ্দেশ্য বুঝতে পারছি না!

দুখী। বোঝাবুঝি আর শক্ত কি! ঠাকরুণ পরোপকার করছেন!

রঙ্গিলা। তারপর! আর কি করতে হবে?

রণ। রাজারাম কোন্ ঘরে শোয়—কোথায় টাকাকড়ি থাকে, এই রকম গোটাকতক খবর দিতে হবে! কোনও দিন আমি, কোনও দিন দুখীরাম, ছদ্মবেশে তোমার সঙ্গে দেখা করবো!

দুখী। তারপর, আসল কাজের দিন মাঝ-রাত্তিরে খিড়কি-দোরটা খুলে রেখে! ব্যাস্!

রঙ্গিলা। আপনার যদি এতে সাহায্য হয়, আমি সম্মত!

রণ। বেশ! তা হ'লে—তোমার নামটা ভুলে যাচ্ছি!

রঙ্গিলা। রঙ্গিলা! 'রঙি' ব'লেই ডাকবেন।

রণ। ও নাম বদ্‌লাতে হবে! তৈরী হয়ে থাক, এক ঘণ্টা পরে এসে নিয়ে যাব! স্মরণ রেখো—উপকারের প্রত্যুপকার আছে! রণলাল ভোলে না!

[রণলাল ও দুখীরামের প্রস্থান।

মুকুন্দ। লোকটা বেজায় অহঙ্কারী!

রঙ্গিলা। এই তোমাদের দলপতি?

মুরারি। এই রণলাল সাংঘাতিক লোক!

রঙ্গিলা। একটা মানুষ বটে! এমন আমি কখনও দেখি নি!

মুকুন্দ। বাবা, চকিতের দেখায় এত। একেবারে যে বরফ গলে গেলে!

রঙ্গিলা। আমি তো আর তোমার ঘরের মাগ নই!

মুকুন্দ। চটো কেন? ইয়ারকি বোঝ না—দেখ দেখি!

রঙ্গিলা। বেশ—এখন যাও!

মুরারি। একখানা ষ্ট্যাম্প কিনে আনি! আমাকেও তো একটা হাণ্ডনোট দিতে হ'বে!

মুকুন্দ। ব্যস্ত কেন? দেশ ছেড়ে তো পালাচ্ছি না?

[মুরারি ও মুকুন্দের প্রস্থান।

রঙ্গিলা। পলকের দেখায় হৃদয়ের ওপর রাজত্ব বিস্তার ক'রে গেল! নইলে নরহত্যা করতে যাচ্ছে, নিঃস্বার্থ হয়ে কে তার সাহায্য ক'রতে যায়! ছি ছি মন! সাধ ক'রে শেষে খুনের হাতে ফাঁসী পর্‌লি! যাদু জানে! এমন কিন্তু কখন দেখিনি! এ রত্ন যে রমণীর

১ম ব্রা। পয়সা, দোয়ানী, সিকি নয়, একেবারে নগদ একটী ক'রে আ-ভাঙ্গা রৌপ্য-মুদ্রা।

২য় ব্রা। সাধু! বটব্যাল, সাধু! বদনে ফুল-চন্দন পড়ুক।

৩য় ব্রা। কিন্তু, এদের ব্যাপারটা কি হে? বেটা মোধো,—আজন্ম বাসন মেজে ঘর ঝাঁট দে এল, আর আজ কি না একেবারে বড়লোক, —পাড়ার মাথা!

১ম ব্রা। আরে শোনো নি! আবাগের বেটা যে 'লটারি' খেলায় মবলক মেরে দিয়েছে। টেঁপির মা'র সেই রাম-ছাগল, হল কিনা ঐরেবত! হতভাগা বেটা—

(মধুর প্রবেশ)

এই যে—স্বয়ং মধু বাবু! আহা কিযে কান্তিপুষ্টি নধর গঠন। ভাই রে! এ মুখ শ্রীর কি তুলনা আছে!

মধু। পেন্নাম হই ঠাকুর ম'শায়রা!

সকলে। আস্‌তে আজ্ঞা হোক—আস্‌তে আজ্ঞা হোক!

মধু। (স্বগত) নাঃ—এরা দল বেঁধে প্রিতিজ্ঞে করেছে, আমায় পাগল না ক'রে ছাড়বে না!

২য় ব্রা। বাবু, অত্যুত্তম আহার হয়েছে।

১ম ব্রা। এখন দক্ষিণেটা প্রাপ্তব্য হ'লেই 'দুর্গা' বলে 'শ্রীহরি' করি।

(সরোজের প্রবেশ)

সরোজ। এই যে দক্ষিণে! মধু, এঁদের ভাগ ক'রে দাও তো!

(অর্থ-প্রদান ও মধুর বিতরণ)

১ম ব্রা। চিরায়ুষ্মতী হও মা! বড় আনন্দ! আজ আনন্দের আর অবধি নাই।

তৃতীয় দৃশ্য

হাব্‌ড়া—নবীনের বাসা-বাটি

নবীন ও মুকুন্দের প্রবেশ

নবীন। তোমার ছোট বাবুর একটা বিবাহ দিতে পারলে নিশ্চিন্ত হ'তেম! তা ছোক্‌রা রাজী হ'ল কই!

মুকুন্দ। আপনার কথা অগ্রাহ্য করলেন, বড়ই আক্ষেপের বিষয়।

নবীন। গোড়ার এক সংসার পেতেছিল, বিধি-নির্ব্বন্ধে না হয় গিয়েইছে, কিন্তু স্মৃতিটী তো বজায় আছে। পুনরায় দার-গ্রহণ করতে অস্বীকৃত হওয়ার রাজুর মনুষ্যত্বই প্রকাশ পাচ্ছে!

মুকুন্দ। যা' বলেন! কিন্তু, লোকে বল্‌ছে, এতে আপনাকে ডাহা অপমান করা হয়েছে।

নবীন। বলে নাকি? বটে বটে চিরকাল অ-গঙ্গার দেশে কাটিয়েছি, এখন দিনকতক গঙ্গা-স্নান করে বাঁচি! আবার শুন্‌ছি, গঙ্গাতীরে একখানি বাগানও কেন্‌বার চেষ্টায় আছে! ঐ যে বারাণসী যা'বার মানস করেছি, তাই আমায় আটকে রাখবার কল কৌশল!

মুকুন্দ। হাতে ওঁর অঢেল টাকা! আমোদ-আহ্লাদ করতে এক-খানা বাগান চাই বই কি!

নবীন। না হে, তা নয়—স্বভাব-চরিত্র বড় ভাল। আর, যে রকম বুঝছি, এখানকার নতুন আপিসটাও চল্‌বে ভাল।

মুকুন্দ। আজ্ঞে হাঁ, ছোটবাবু কার-কারবারটা বোঝেন মন্দ নয়! তবে—

নবীন। অল্প দিনে এই দুরূহ ব্যাপার কেমন আয়ত্ত ক'রে নিয়েছে! আর, তা' ছাড়া—বলতে কইতে লিখতে পড়তে যেন বিলিতি সাহেব!

মুকুন্দ। ব্যবসার কথা মশাই বলা যায় না! চল্লেই চল্লিশ-বুদ্ধি, না চল্লেই হতবুদ্ধি!

নবীন। তা বটে। ভাল কথা হাঁ হে! রাজুর টাকা নিয়ে না তোমার সঙ্গে কি একটা গোলযোগ হয়েছিল?

মুকুন্দ। কি বল্‌ব মশাই। আমারই অদৃষ্টের দোষ। গেল পয়লা বোশেখে—ওই যে দিন আপনি হিসেবপত্র দেখে খুসী হয়ে ছোটবাবুকে প্রথম হাত-খরচা দু' হাজার টাকা দিলেন,—তিনি সেই নোটগুলি আর এক টুক্‌রো কাগজে একটী বিধবার নাম আর ঠিকানা লিখে আমার হাতে দিয়ে চুপি চুপি বল্‌লেন—"কল্‌কেতায় গিয়ে এই স্ত্রীলোকটিকে টাকাগুলি দিয়ে এস। ঠিকানা সম্ভবতঃ বদলে গেছে! সন্ধান ক'রে তাঁ'দের হালি বাসা বের করতে হবে" হাঁ, আর ছোটবাবুর নাম-ধামও বিধবার কাছে প্রকাশ করতে নিষেধ করেছিলেন।

নবীন। কারণ?

মুকুন্দ। জগদীশ্বর জানেন। আমায় তো বল্‌লেন—বিধবার স্বামীর কাছে তিনি ঋণী! যা হো'ক্—মনিবের হুকুম, আমি তো সেই দিনই রওনা হ'লুম! তার পর, মশায়, মাস খানেক খোঁজাখুঁজির 'পর সান্‌কী-ভাঙ্গায় বিধবাটির সঙ্গে দেখা ক'রে নোটগুলি গুণে তাঁ'র হাতে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে দেশে ফিরলুম।

নবীন। বেশ।

মুকুন্দ। এখন শুন্‌ছি নাকি সে টাকা তা'রা পায় নি!

নবীন। তা হ'লে সেই স্ত্রীলোকটীকে ধর!

মুকুন্দ। সে চেষ্টা কি করি নি! কিন্তু, মাগী যে কোথায় নিরুদ্দেশ হয়েছে, কোন ঠিকানাই পাচ্ছি না।

নবীন। দেখ্—কি মহৎ হৃদয় দেখ্। এই লোকের তুই হিংসে করতিস্। এই লোকের নামে আমার কাছে নিত্য নানা অপবাদ রটাতিস। পাষণ্ড।

মুকুন্দ। মাপ করুন বাবু। ছোটবাবু, রক্ষে করুন।

নরেন্দ্র। Caseটা withdraw করে' নেওয়া চলে তো।

বিনয়। আপনারা proceed কর্‌তে না চা'ন, মিটে গেল। কিন্তু, এ রকম scoundrelকে প্রশ্রয় দেওয়া অনুচিত।

নবেন্দ্র। কাকাবাবু।

নবীন। যাও,—এই দণ্ডে বাড়ী থেকে বেরোও। তোমার এখান-কার চাক্‌রী আজ থেকে খতম্।

মকুন্দ। বাবু, গরীবের অন্ন মারবেন না, অনাহারে মারা যাব।

নরেন্দ্র। কাকাবাবু, দয়াই যদি করলেন, বেচারার চাক্‌রীটা বাহাল রাখুন। আমি ওর জামিন রইলুম। এস মুকুন্দ।

[নরেন্দ্র ও মুকুন্দের প্রস্থান।

বিনয়। এ বাবুটী আপনার কে ?

নবীন। হাঃ হাঃ আমার কে ? কেউ নয়। রক্তের সম্পর্কে ও আমার কেউ নয়। কিন্তু, স্নেহের সম্পর্কে—প্রাণের সম্পর্কে—ধর্ম্মের সম্পর্কে ও আমার বাপ—আমার ছেলে—আমার অন্ধের নড়ি—আমার হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা। এমন সৎ ছোকরা কদাচ দেখা যায়। ভাগ্যবলে আমি ওকে পথে কুড়িয়ে পেয়েছি। যা হো'ক—আপনি অনেক পরিশ্রম করেছেন। বিদায়ের পূর্ব্ব স্মৃতি চিহ্নস্বরূপ যৎসামান্য উপহার আপনাকে দিতে ইচ্ছা করি।

বিনয়। কিছু দরকার নেই! পরিশ্রমের জন্য সরকার থেকে আমরা নিয়মিত মাইনে পাচ্ছি। ও অনুরোধ করবেন না, আমি রক্ষা করতে অশক্ত।

রণ। তুমি বুদ্ধিমতী! রাজারামের জন্য আমাদের আর নিজের হাতে চেষ্টা করতে হ'বে না। পুলিশের দ্বারাই কার্য্যসিদ্ধি হ'বে। রঙিলা, শুভক্ষণে তুমি আমাদের সহায়তা করতে রাজী হয়েছিলে—শুভক্ষণে তোমায় রাজারামের বাড়ী রেখে এসেছিলুম। আমাদের ঘাড় থেকে অনেক ভার নেমে গেল! দল শুধ্‌ধু—সকলেই তোমার কাছে উপকৃত।

রঙ্গিলা। সেদিন বলেছিলে—উপকারের প্রত্যুপকার আছে!

রণ। আছে। কি প্রত্যুপকার চাও? তুমি তো অর্থের প্রত্যাশী নও!

রঙ্গিলা। এখনও তো বলছি—নই।

রণ। তবে কি চাও? তোমার কি কোনও দুষমণ আছে?

রঙ্গিলা। সম্প্রতি হয়েছে! রণলাল, মন আমার দুরন্ত দুষমণ! তা'কে দমন করতে না পেরে আজ আমি তোমার শরণাগত হয়েছি।

রণ। (ভ্রু কুঞ্চিত করিয়া) কি!

রঙ্গিলা। রাগ করলে? আমার ওপর অসন্তুষ্ট হ'লে?

রণ। এ রঙ্গ-তামাসার সময় নয়। আর, আমি সেটা কোনও সময়েই পছন্দ করি না!

রঙ্গিলা। রণলাল, তোমায় দেখে সে দিন থেকে আমি পাগল হয়েছি! নির্জ্জনে তোমার মূর্ত্তি শতবার কল্পনা ক'রে—মনে মনে কাল্পনিক মূর্ত্তির গলায় ফুলের হার পরিয়ে আনন্দে বিভোর হ'য়ে গেছি। ভালবাসা কা'কে বলে, কখনও জান্‌তুম না। লোকের মুখে প্রেমের কথা শুনে অনেক উপহাস করেছি! বুঝি তা'র শাস্তি দেবার জন্য—আমার জীবন-মরণের দণ্ডদাতা—তুমি এসে মনোহর বেশে চোখের

কথা, মুখের কথা,—কাজের কথা নয়। ভালবাসতে তুমি জান না, ভালবাসতে আমি জানি না, ভালবাসতে কেউ জানে না! ভালবাসা ডুমুরের ফুল। নাম আছে, বস্তু নেই! দু'দণ্ডের ঝোঁক দু'দণ্ডের আড়েলেই কেটে যায়। এখন যাও, আমার অনেক কাজ!

রঙ্গিলা। (পদতলে পড়িয়া) তোমার পায়ে পড়ি, আমায় তুমি পায়ে ঠেলোনা! একেবারে পাথরের মত কঠিন হয়ো না।

(মোহিনী প্রবেশ)

মোহিনী। বাড়ীর ভেতর এই কীর্ত্তি! কলঙ্কিনী! তোর মরণ হয় না! জীবনে ধিক্কার হয় না!

রঙ্গিলা। (উঠিয়া) আমি কলঙ্কিনী, আর তুমি কি সতীর শিরোমণি? তুমি কলঙ্কিনী নও! রণলালের রক্ষিতা বিলাসিনী নও।

রণ। কি! একটা বেশ্যার এত স্পর্দ্ধা! দুশ্চারিণি!

(রঙ্গিলার গলা টিপিয়া ধরা)

মোহিনী। ওগো, কি কর—কি কর! ছেড়ে দাও—ও জানে না, তাই অমন কথা বলেছে!

রণ। (রঙ্গিলাকে ছাড়িয়া দিয়া) খবরদার! মণি আমার ধর্ম্ম পত্নী!

মোহিনী। আর একটু হ'লে যে নারী-হত্যা হ'ত! তোমার ভয় ডর নেই?

রঙ্গিলা। না, তোমার স্বামী যে বীরপুরুষ! হত্যায় বড় একটা ভয় ডর নেই!

মোহিনী। যাও—দূর হও সর্ব্বনাশী!

রঙ্গিলা। (রণলালের প্রতি) কট্‌মট্ ক'রে দেখছ কি? আমি মুরারি নই যে তোমার ভয়ে বোবা হ'য়ে থাকব। সাবধান রণলাল! আজ থেকে রঙ্গিলা তোমার মরণ-শত্রু। পুলিশের চোখে এতকাল

একবার দেখবার মানসে তোমার রাটমন্দিরে কত মাথা খুঁড়েছি! কল্পতরু! তোমার কৃপায় এখন তাঁ'কে জাগ্রতে দেখছি! তাঁ'র অধর্ম্মে আশক্তি দেখে তোমার চরণে আশ্রয় পাবার জন্য নিত্য তোমায় ডেকেছি, কাল আমার সে বাসনাও পূর্ণ হ'বে! কিন্তু, দুখিনীর যে আরও দুঃখ আছে ঠাকুর! আমার স্বামীকে উদ্ধার কর—তোমার আশীর্ব্বাদে তাঁ'র যেন ধর্ম্মে মতি হয়, চরণে দাসীর এই শেষ ভিক্ষা! [প্রস্থান।

(রণলাল, নরহরি ও দুখীরামের প্রবেশ)

নর। বল কি! আজই!

রণ। আমি তো যাচ্ছি, তোমরা না যেতে চাও থাক। কিন্তু জেনে রাখ, আর দু'চার দিনের মধ্যেই বুকের ওপর পাহাড় ধ্বসে পড়বে। তখন এখানে থাক্‌লে কিছুতে পরিত্রাণ নেই।

দুখী। না বাবু, আমিও তোমার সঙ্গে যা'ব!

নর। আমিও! তুমি যখন বল্‌ছ ও সরে পড়াই ভাল। বিনয় গোন্দার নামে বেনামী চিঠিখানা ডাকে ফেলে গেলেই হ'বে। সদাগরের ছেলেকে 'দুর্গা' বলে যদি একবার ঝুলিয়ে দেয়, পুলিশ তখন নিজেই চেপে যেতে পথ পাবে না।

রণ। আর, মুকুন্দর হাতে যদি বিষয়-সম্পত্তি আসে, আমাদের পঞ্চাশ হাজার মারে কে?

নর। খাসা মতলব!

রণ। কিন্তু, মুরারিকে সঙ্গে নিতে হ'বে! এটি চাই নরু! সে ছোঁড়া হাতে থাক্‌লে পুলিশ আমাদের বিপক্ষে সাক্ষী-সাবুদের ছায়ামাত্র পাবে না। রঙ্গিলা বেশ্যা—তা'র কথায় কে বিশ্বাস করে! যেমন ক'রে পার, মুরারিকে একবার আমার কাছে নিয়ে এস।

নর। টাকার ভেল্কী দেখা'লে তা'র ঘাড় যে সে আস্‌বে!

পঞ্চম দৃশ্য

থানা

বিনয় ও নগেন

নগেন। রাজারাম সদাগর—বল কি! সে যে একটা টাকার monument. আর এদিকেও তেমনি respectble. শুনেছি, বড় বড় সাহেব merchantরাও তাঁকে খাতির করে চলে।

বিনয়। তা সত্যি। আর, এটাও সত্যি যে তার মত d are-devil murdere ফাঁসি-কাঠে ঝোলে নি। অন্ততঃ Indiaয় তো নয়।

নগেন। হুঁসিয়ার ভায়া। অত বড় একটা নামজাদা লোকের ঘাড়ে ঝাঁ ক'রে murder-charge দেওয়া—

বিনয়। আমি perfectly convinced যে রাজারাম ও নরেন্দ্র একই লোক। এই খানিকক্ষণ আগে সাহেবকে আগাগোড়া সমস্ত ঘটনা বলে এলুম। তিনি তো চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে এসে আমার সঙ্গে shake-hand করলেন!

নগেন। তা succesful হ'তে পারলেই ভাল। আমাদের মুখ উজ্জ্বল! তবে কি না—রামসন্নার মত যত হাসি তত কান্না না হয়!

বিনয়। এর ভেতর আরও রহস্য আছে। তুমি তো জান—বছর দু' তিনের ভেতর সহরে এতগুলো daring burglary হয়ে গেছে! কিন্তু একটাও এ পর্য্যন্ত ধরা পড়েনি! Congratulate me, আমি সে গুলোরও কিনারা করেছি! শুনলে অবাক হবে—সেরেফ্ তিন চারটে লোক মিলে এই চুরিগুলো করেছে! আর, আজকের ঘটনায় আমার

স্থির বিশ্বাস—এ দলেরও commander-in-chief তোমার সেই repectable রাজারাম বা নরেন্দ্র— যা'ই বল।

নগেন। তুমি যে কলম্বসের discoveryকে ছাপিয়ে গেলে হে!

বিনয়। একটা চোরাই নোটের caseএ মুকুন্দ বলে' ওর একজন দলের লোককে পাক্‌ড়াও করি। পাছে নিজের implication বেরিয়ে পড়ে, সেই ভয়ে সদাগর magnanimityর দোহাই দিয়ে আসামীর againstএ proceed করলে না! তারপর, ওদের দু'জনকে follow করে' পুরো ব্যাপারটা তলিয়ে বুঝলুম! বল্‌ব কি নগেন, কাল থেকে এক মিনিট বিশ্রাম করি নি! কিন্তু, এ চব্বিশ ঘণ্টায় যা' কাজ হয়েছে, হাজার চব্বিশ ঘণ্টায় হয় না।

নগেন। Good luck! তবে আজ arrest কর্‌ছো!

বিনয়। না, আরও দু' দিন যাক্! রাজারাম ছাড়া দলের অন্য লোকগুলোর বিপক্ষে বিশেষ কোনও evidence এখনও পাই নি। দলপতিকে arrest কর্‌লেই আর সকলে সাধাধান হ'য়ে পড়বে। বিশেষতঃ, রাজারামের জন্যে ফেরারী আসামীদের ফটো'-লিষ্ট খুঁজতে গিয়ে দলের আর একজনের ওপর সন্দেহ হয়েছে! N. W. P. পুলিশকে telegraphic reference করেছি, জবাবটা না দেখে কিছু করতে পারি না!

নগেন। তা এখন ধড়াচুড়োগুলো খুলে ফেল গে, আমি এই পাশেই একটা inspectionএ যাচ্ছি। [উভয়ের প্রস্থান।

হ'লে অমন ভিজে-বেড়াল হয়! গোয়েন্দার সঙ্গে ষড়্ ক'রে যার বাড়া নেই—আমাকেই মিনিদোষে চোর বানিয়েছিল।

নবীন। আর তবে মানুষকে বিশ্বাস ক'রবো না! এ'ও কি সম্ভব! রাজারাম—আদর্শ-চরিত্র রাজারাম খুনী আসামী! ইন্‌স্পেক্টর বাবু, আমি যে চোখে দেখলেও বিশ্বাস করি না!

রণ। খুন-সম্বন্ধে এঁর বিপক্ষে সব মারাত্মক প্রমাণ রয়েছে। প্রথমতঃ, আমাদের বিনয়বাবুর সাক্ষী,—তারপর ওঁর রক্তমাখা জামা, পালানো, নাম-ভাঁড়ানো, স্ত্রী-পুত্রের সঙ্গে লুকিয়ে দেখা করা, এই সব ঘটনাগুলো যখন এক এক ক'রে আদালতে প্রমাণ হ'য়ে যাবে, কি সঙ্গীন ব্যাপার বুঝুন দেখি। আপনি জজ হ'লে কি করতেন?

নবীন। রাজুর ফাঁসি! মুকুন্দ, আমার বুক ঝাঁঝরা হয়ে যাবে!

মুকুন্দ। (জনান্তিকে) বাবু, এক উপায় আছে। ইন্সপেক্টরবাবুকে হাজার কতক টাকা দিয়ে ছোটবাবুকে সরিয়ে দেওয়া যাক্!

নবীন। (জনান্তিকে) রাজী করতে পার? এ হয় মুকুন্দ? ও আমার প্রাণরক্ষা করেছিল!

মুকুন্দ। (জনান্তিকে) দেখি—চেষ্টা ক'রে। (রণলালের নিকটে গিয়া কথোপকথন)

নরেন্দ্র। কাকাবাবু, আমায় মার্জ্জনা করুন। নিরুপায় হ'য়ে আপনার সঙ্গে প্রবঞ্চনা করেছি!

নবীন। (জনান্তিকে) কবুল ক'র না। কিছুতে কবুল ক'র না! আমি বিলেত থেকে কৌঁসুলী আনাব।

মুকুন্দ। (ফিরিয়া আসিয়া জনান্তিকে) অনেক কষ্টে রাজী হয়েছে, কিন্তু চল্লিশ হাজারের কমে নয়। ইন্সপেক্টারেরে বিশ, আর বাইরে দু'জন সব-ইন্সপেক্টার আছে, তা'দের দশ দশ।

বিনয়। (নরেন্দ্রকে) কাগজখানা দিন। ফাঁড়াটা আপনার রগ ঘেঁসে গেছে! (কাগজ গ্রহন)

(মধুর দ্রুত প্রবেশ)

মধু। জামাইবাবু, যা' শুনছি, এ কি সতি তোমার নামে মিথ্যে অপবাদ দিয়েছিল ?

নরেন্দ্র। হ্যাঁ মধু, আজ আমি কলঙ্ক-মুক্ত !

মধু। জয় ভগবান। আজ কি আনন্দের দিন !

নবীন। বাবা, তুমি বাজা হও! বুড়োকে নিদারুণ দুর্ভাবনা থেকে বাঁচালে ! রাজু, আমি তা' হ'লে আর বাঁচতুম না !

নরেন্দ্র। কাকাবাবু, ঠাণ্ডা হ'ন—ঠাণ্ডা হ'ন।

বিনয়। এই পাষণ্ডের সতীসাধ্বী স্ত্রী স্বামীকে একবার শেষ দেখবার জন্য নিতান্ত কান্নাকাটী করায় আমি তাঁ'কে গাড়ী ক'রে এনেছি। যদি অনুমতি করেন তো—

নবীন। নিশ্চয়। মা লক্ষ্মীকে এখনই ডেকে আসুন।

নরেন্দ্র। মধু, এদের বল—খিড়কী দিয়ে তাঁকে যেন নিজে সঙ্গে ক'রে নিয়ে আসে।

[মধুর প্রস্থান।

রণ। (স্বগত) মণি আসছে! শেষ দেখা। হৃদয়, এইবার তোমার পরীক্ষা। আহা। কখনও তাঁকে একটা মিষ্টি কথা বলি নি।

বিনয়। নরেনবাবু তবে আসামীর charge নিন, আমি বাইরে আছি।

নরেন্দ্র। কিছু দরকার নেই। আপনি আমার জীবনদাতা। আমার স্ত্রী আপনার কাছে চির-কৃতজ্ঞ।

বিনয়। আপনি জানেন না, তিনি আমার মা।

(সরোজ ও মোহিনীর প্রবেশ)

মোহিনী। মা! মা! আমার কি হ'ল মা! আমার যে আর কেউ নেই মা! (ক্রন্দন)

রণ। মণি, এ সময়ে কাঁদিয়ো না! এ চোখে জল কেউ দেখেনি, আজ দেখলে লোকে কি বল্‌বে! পুলিশের টিক্‌টিকি টিট্‌কিরী দেবে! কেঁদ' না—আক্ষেপ কি? একটা ভুল—একটা সাংঘাতিক ভুল করেছি, তারই মাশুল দিতে চলেছি!

মোহিনী। দারোগাবাবু, এবারটি ওঁকে ছেড়ে দাও। আর কখনও ওঁকে এমন কাজ করতে দোব না। ওগো, ওঁর বদলে আমায় হাতকড়ি পরিয়ে নিয়ে যাও। (বিনয়ের পদধারণ)

রণ। মণি! মণি! লোক হাসিয়ো না! ছি ছি ছি!

বিনয়। আর না—দেরী হয়ে যাচ্ছে!

রণ। যাবার সময় একটা কথা বল্‌বার আছে! আমার যথাসর্ব্বস্ব—প্রায় লাখো টাকার সম্পত্তি—এর নামে বেনামী করা। যদি কেউ পারেন, বন্দোবস্ত ক'রে দেবেন—অসহায়া নারী যেন কাশীতে গিয়ে সেই অর্থ যথেচ্ছা ব্যয় করতে পারে। আমাদের মত লোকে না ঠকিয়ে নেয়।

মোহিনী। ওগো, আমি তোমায় সব টাকা লিখে দিচ্ছি, ওঁকে নিয়ে যেয়ো না!

বিনয়। তা কি হয় মা?

রণ। আর, তা'তে আমারও আপত্তি আছে। আমার বুকের উপার্জ্জিত অর্থ আমারই চোখের ওপর ঠকিয়ে নেবে! না—না—ফাঁসি? কুচ পরোয়া নেই!

দীন। গোয়েন্দাবাবু! আরও অর্থ, আপনার আশাতিরিক্ত অর্থ উনি দেয়, এর কি কোনও উপায় হ'তে পারে?